POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ
وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

(আলে ইমরান: ১০৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 27
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 4জুলাই, 2019 30 শওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

ইসলামের উন্মেষলগ্নে প্রতিরক্ষামূলক ও বাহ্যিক যুদ্ধাবলীর প্রয়োজন একারণেও দেখা দিয়েছিল যে, সেই যুগে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীদেরকে যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে তরবারির মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হত। এই কারণেই নিরুপায় হয়ে তরবারির জবাবে তরবারি ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তরবারি দ্বারা জবাব দেওয়া হয় না, বরং লেখনী এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সমালোচনা করা হয়। অতএব, খোদা তা'লার অভিপ্রায়, এই যুগে তরবারি কাজ যেন কলমের মাধ্যমে করা হয় আর লেখনীর মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের পর্যদুস্ত করা হয়।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

যুদ্ধের জন্য ইসলামকে দুটি শক্তি প্রদান করা হয়েছিল।

এবার দেখ এই 'রিবাত' শব্দ যেভাবে সেই ঘোড়ার জন্য ব্যবহৃত হয় যা শত্রু সীমান্ত রক্ষার জন্য বাঁধা থাকে, অনুরূপে শব্দটি সেই সমস্ত আত্মার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যারা শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে যা মানুষের অভ্যন্তরে অবিরাম চলতে থাকে। একথা সঠিক যে, যুদ্ধের জন্য ইসলামকে দুটি শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। একটি শক্তি ছিল প্রাথমিক যুগে প্রতিরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা যখন তাদের উপর অত্যাচার করল, কষ্ট দিল, তখন এক হাজারের একটি দল অসীম বীরত্বে এক লক্ষ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল আর তারা প্রত্যেক পরীক্ষার সময় সেই পবিত্র শক্তি ও মহত্বের প্রমাণ দিল। সেই যুগ অতিক্রান্ত হতেই 'রিবাত' শব্দের অন্তর্নিহিত বাহ্যিক যুদ্ধের শক্তি ও কলাকৌশলের দর্শন উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমানে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম প্রদর্শিত হওয়াই কাম্য।

আমাদের এই বর্তমান যুগে বাহ্যিক যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন নেই। বস্তুত: শেষ যুগে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের নমুনা দেখানো অভিপ্সীত ছিল যাকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, বর্তমান যুগে মানুষের মনে ধর্মত্যাগ ও নীতিহীনতার বীজ বপনের জন্য প্রচুর উপকরণ ও অস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এই কারণে এগুলিকে প্রতিহত করতে হলে এই ধরণেরই অস্ত্রের প্রয়োজন। বর্তমান যুগটি শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ, যেখানে আমরা সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তা ভোগ করছি। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের নিজের ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারছে। কাজেই, ইসলাম যেখানে শান্তির প্রবল সমর্থক, বরং ইসলামই হল প্রকৃত শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার প্রচারক, সেখানে এই শান্তি ও স্বাধীনতার যুগেও কিভাবে পূর্বের সেই নমুনা দেখানো তার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? অতএব, বর্তমানে সেই দ্বিতীয় নমুনাটি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম প্রদর্শিত হওয়াই কাম্য।

বর্তমান যুগে জিহাদ

আরও একটি বিষয় হল সেই প্রথম নমুনার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ও দৃষ্টিপটে রাখা ছিল। অর্থাৎ সেই সময় বীরত্ব প্রদর্শনও উদ্দিষ্ট ছিল যা তৎকালীন যুগে সব থেকে প্রশংসিত ও ঈর্ষণীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমান যুগে যুদ্ধ বড় কলাকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে, যেখানে দূরে বসে থাকা ব্যক্তিও তোপ ও বন্দুক চালনা করতে সক্ষম। সেই যুগে প্রকৃত যোদ্ধা সেই ছিল যে তরবারীর সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করার স্পর্ধা রাখত।

বর্তমান যুগের রণকৌশলকে কাপুরুষদের মুখোশ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এখন বীরত্ব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বরং যার কাছে তোপ, বন্দুক ইত্যাদি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র আছে আর সে সেগুলি চালনা করতেও সক্ষম, সে সফল হবে। সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল মোমেনদের সুপ্ত বীরত্বকে প্রকাশ করা। খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে আর এখন এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কেননা যুদ্ধ এখন রণকৌশল ও নীতির রূপ ধারণ করেছে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও জটিল প্রযুক্তি মূল্যবান ও প্রশংসাযোগ্য এই গুণটিকে ধূলি ধূসরিত করেছে। ইসলামের উন্মেষলগ্নে প্রতিরক্ষামূলক ও বাহ্যিক যুদ্ধাবলীর প্রয়োজন একারণেও দেখা দিয়েছিল যে, সেই যুগে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীদেরকে যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে তরবারির মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হত। এই কারণেই নিরুপায় হয়ে তরবারির জবাবে তরবারি ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তরবারি দ্বারা জবাব দেওয়া হয় না, বরং লেখনী এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সমালোচনা করা হয়। অতএব, খোদা তা'লার অভিপ্রায়, এই যুগে তরবারি কাজ যেন কলমের মাধ্যমে করা হয় আর লেখনীর মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের পর্যদুস্ত করা হয়। কাজেই, কলমের জবাব তরবারির মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করা গর্হিত কাজ।

ফার্সি পঙক্তি: যদি তুমি নিজের মর্যদা সম্পর্কে সচেতন না হও, তবে নিজের বিশ্বাস হারিয়ে বসবে।

বর্তমান যুগে কলমের প্রয়োজন

অবশ্যই জেনে রেখো! বর্তমান যুগে প্রয়োজন কলমের, তরবারির নয়। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরী করেছে আর বিভিন্ন কৌশল ও জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত এই সত্য ধর্মের উপর আক্রমণ করেছে। এই কারণেই তিনি আমাকে এদিকে আকৃষ্ট করেছেন যেন, আমি কলমের অস্ত্র ধারণ করে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর ইসলামের আধ্যাত্মিক বীরত্ব ও শক্তির নিদর্শন দেখাই। আমি কবেই বা এই ময়দানের যোগ্য হতে পারতাম? এটি তো কেবল খোদা তা'লার কৃপা, যিনি আমার মত দূর্বল ব্যক্তির হাতে এই ধর্মের সম্মান প্রকাশ করতে চান। আমি একবার বিরুদ্ধবাদীদের ইসলামের উপর করা এই সব অভিযোগ ও আক্রমণগুলি গণনা করেছিলাম। সেই সময় আমার কাছে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আনুমানিক তিন হাজার। আমার ধারণা, এই সংখ্যা বর্তমানে অতিক্রম করে গেছে। কেউ যেন একথা মনে না করে বসে যে, ইসলাম এমন দুর্বল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে যার উপর তিন হাজার অভিযোগ করা যায়। না, কখনই এমনটি না। এই অভিযোগগুলি কেবল নির্বোধ ও অজ্ঞদের কাছে আপত্তিজনক হতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, আমি যেখানে এই অভিযোগগুলি গণনা করে দেখেছি, সেখানে এবিষয়টিও লক্ষ্য করেছি যে, বস্তুত এই আপত্তিগুলির গভীরে অত্যন্ত মূল্যবান সত্য লুকিয়ে আছে যা তাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। বস্তত, দৃষ্টিহীন নিন্দুকরা যেখানে এসে থেমে যায়, ঠিক সেখানেই মারেফ ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার লুক্কায়িত আছে। এটিই খোদা তা'লার প্রজ্ঞা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বেলজিয়াম সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষ 'নফসে মুতমায়িন্না'য় উপনীত হয়ে পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় আর এটিই সেই পরম মার্গ। এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ পৃথিবীতে চলাফেরা করে, মানুষের সঙ্গে আলাপ চারিতাও করে, কিন্তু বস্তুত সে এই জগতে বিচরণ করে না, সে যেখানে বিচরণ করে সেই জগত ভিন্ন এক জগত। ভিন্ন সেখানকার আকাশ ও পৃথিবী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখার বাসনা ব্যক্ত করে বলেছেন, জীবনীশক্তি বিশিষ্ট একজন ব্যক্তিও যদি তৈরী হয় তবে তাই যথেষ্ট। একথা আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, যা কিছু আপনাদেরকে বলি সেগুলি কেবল পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে বলা আমার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আমি তোমাদের জন্য নিজের মাঝে যারপরনায় আবেগ ও ব্যাকুলতা অনুভব করি, যদিও এর কারণ আমার কাছে অজানা। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই আবেগ ও উদ্দীপনা এমনই উদ্দাম যা থেকে আমি নিজেকে সংযত করতে পারি না।" তিনি বলেন, 'আমি অপ্রকাশিত পরিবর্তন দেখতে চাই না।" তোমাদের মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন আমার কাছে কাম্য নয়। বরং পরিবর্তন এমন হওয়া চাই যা জ্বলজ্বল করবে, দিবালোকের মত স্পষ্ট হবে আর সকলের চোখে পড়বে। তিনি বলেন, "স্পষ্ট পরিবর্তন কাম্য যাতে বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জিত হয়। মানুষের মনে যেন একতরফা আলোকপাত হয় আর তারা যেন আশাহত হয়ে পড়ে। কেননা এরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। জগতবাসী ও বিরুদ্ধবাদীরা যেন এমন পরিবর্তন দেখতে পায়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য অহংকার সৃষ্টি করা নয়, বরং ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা, নিজেদের ব্যবহারিক নমুনা প্রদর্শন করা আর আমরা যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি সেকথা জগতবাসীর কাছে তুলে ধরা, যাতে তাদের মাঝেও এদিকে আসার প্রতি প্রবণতা তৈরী হয়।

এরপর তিনি বলেন: জামাতের উচিত আখেরাতের উপর দৃষ্টি রাখা। দেখ, লুত ও অন্যান্য জাতির কিরূপ পরিণাম হয়েছিল। অন্তর যদি কঠোরও হয়, তথাপি তাকে ভর্ৎসনা করে অনুনয় বিনয়ের শিক্ষা দেওয়া। যদি কারো অন্তর খুবই কঠোর হয়, তবু তাকে বোঝাও যে, এগুলি ঠিক না। যে বিষয়গুলি আল্লাহর বিরাগভাজন করে সেগুলি থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এটি আমাদের জামাতের জন্য অত্যন্ত জরুরীবিষয় কেননা তারা সতেজ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে।" পৃথিবীবাসীকে বোঝানো, তাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলা, আগুনে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করা এবং ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা আমাদের জামাতের কর্তব্য। কেননা হযরত মসীহ মওউদ(আ)-এর মাধ্যমে আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি যা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর কুরআন করীম রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের কর্মধারার কারণে তা আড়ালে চলেগিয়েছিল। সেই তত্ত্বজ্ঞান পুনরায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এই যুগে স্পষ্টরূপে দান করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কেউ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হিসেবে নিজেকে দাবি করে, অথচ তার উপর আমল করে না, তবে সেটি তার মিথ্যা অহংকার ছাড়া কিছুই নয়।

অতএব আমাদের জামাতের সদস্যরা যেন অপরের উদাসীনতা সম্পর্কে নিজেরা ভ্রুক্ষেপহীন না থাকে আর তাদের নিরুত্তাপ ভালবাসা দেখে নিজেদের ভালবাসার উৎসাহ যেন হারিয়ে না বসে। মানুষের অনেক আশা আকাঙ্খা রয়েছে। অদৃষ্টের লিখন সম্পর্কে কেই বা অবগত আছে? কেউ জানে না কখন কোন সময় এসে পড়বে। জীবন কখনো আকাঙ্খা অনুসারে অতিবাহিত হয় না। নিজের আশা-আকাঙ্খা অনুসারেই কখনও মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় না। আশা আকাঙ্খার ধারা এক আর নিয়তির লিখন আর এক।" মানুষ বড় বড় আশা করে। যেমন- সে চায় তার এত বছর আয়ু হোক, পৃথিবীতে এতবছর সময় অহিতবাতি করুক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিজের সিদ্ধান্ত রয়েছে। তিনি সেই অনুসারেই চলেন। এই ধারাই সত্য। যা আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত সেটিই সত্য প্রমাণিত হয়, অপরদিকে মানুষের কামনা বাসনা শেষ হয়ে যায়, মিথ্যা ও অসার প্রমাণিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও দেশের আইন এবং সার্বজনীন নৈতিকতা সম্পর্কেও তিনি জামাতকে নসীহত করেছেন। তিনি বলেছেন: প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর। একজন আহমদীর জন্য উন্নত মানের নৈতিক চরিত্রও অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এই উন্নত চরিত্রই পৃথিবীর উপর একটি নমুনা প্রদর্শন করে। তিনি বলেন: প্রত্যেকের সঙ্গে সৎ আচরণ কর। শাসকদের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। তারা আমাদেরকে সকল প্রকারের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। সরকারের প্রতি আন্তরিকতার সাথে আনুগত্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন না করাকে আমি অত্যন্ত বেঈমানী বলে মনে করি।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই এখানে আগমণকারীদেরকে যেভাবে এখানকার সরকার নিরাপত্তা দিচ্ছে, যেভাবে এখনই চিফ পুলিস ইনসপেক্টর উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের কর্মপন্থা তার মনে এক প্রকার কলুষতা তৈরী করেছিল, কিন্তু এরপর আহমদীদেরকে দেখে তা দূর হয়ে গেছে। আজ তাঁর মনে ইসলামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। এই কারণেই তিনি মুসলমানদেরকে নিরাপত্তাও দিতে চান, আহমদীদের নিরাপত্তা দিতে চান এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করতে চান। অতএব, সার্বিকভাবে সরকারের লোকজনেরা যে এই কাজ করছে, এখানে বসবাসকারীদের সেবা করছে, তার পরিবর্তে আমাদেরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং এই সমস্ত সরকারের আনুগত্য করা উচিত। এটিই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে চান। আমি হয়তো ইনসপেক্টর বলেছি, আসলে তিনি পুলিস কমিশনার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করা এবং উন্নত চারিত্রিক নমুনা প্রদর্শন সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "আমার অবস্থা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার যন্ত্রনায় থাকে আর আমি সেই সময় নামাযরত অবস্থায় তার বেদনা বিহ্বল কণ্ঠ আমার কানে পড়ে, আর আমার দ্বারা যদি তার কোন উপকার সাধিত হয়,তবে আমি নামায ত্যাগ করে হলেও আমি তার প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করতে চাই। কোন ভাইয়ের বিপদ ও কষ্টের সময় তার সঙ্গ না দেওয়া ঘোর অনৈতিকতা। তুমি তার জন্য কিছুই যদি না করতে পার, তবে অন্ততঃপক্ষে দোয়াই কর। নিজেরা তো রয়েছেই, বরং আমি বলছি হিন্দু ও অন্যান্যদের সঙ্গে উন্নত চারিত্রিক নমুনা প্রদর্শন কর, তাদের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত কর। রুক্ষ ও কর্কশ মেজাজ কখনও কাম্য নয়।" এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমি পদভ্রমণের জন্য বাইরে বের হচ্ছিলাম। একজন পাটোয়ারি আমার সঙ্গে ছিল। সে আমার সামান্য আগে ছিল আর আমি পিছনে ছিলাম। পথিমধ্যে সত্তর পচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সে পাটওয়ারীকে একটি চিঠি পড়তে দেয়, কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। এই দৃশ্য আমার মনে আঘাত করে। সে চিঠিটি আমাকে দেয়। আমি সেই চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি আর চিঠিটি পড়ে তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিই। এতে সেই পাটওয়ারী ভীষণ লজ্জিত হয়। কেননা, তাকে দাঁড়াতে তো হলই, উপরন্ত পুণ্য থেকে বঞ্চিত হল। অতএব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের দাবি হল যারপরনায় দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষেরও সেবার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সবশেষে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যার দ্বারা তিনি অত্যন্ত বেদনাতুর উপদেশ করেছেন। তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে নিজ চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন করে দেখায় যে পূর্বে কি ছিল আর এখন কি অবস্থায় আছে- বস্তুত সে এক নিদর্শন দেখায়। প্রতিবেশীর উপর এর এক উচ্চ মানের প্রভাব পড়ে। আমাদের জামাতের উপর অভিযোগ করা হয় যে, জানি না এদের কোন বিষয়ে উন্নতি হয়েছে! আর এরা অপবাদ দেয় যে, এরা তো মিথ্যা রচনা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছে। এটি কি তাদের জন্য লজ্জার বিষয় নয় যে, মানুষ এই জামাতকে উৎকৃষ্ট জামাত মনে করে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেভাবে একজন পুণ্যবান পুত্র নিজ পিতার সুনাম ছড়ায়, কেননা বয়আতকারী পুত্রের মর্যাদা রাখে। কাজেই, বিরুদ্ধবাদীদের এই অপবাদ সঠিক হয়, তবে বয়আতগ্রহণকারীদের জন্য এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।" তিনি বলেছেন, যেভাবে একজন পুণ্যবান পুত্র যে তার পিতার সুনাম ছড়ায়, আর যেভাবে একজন বয়আতকারী পুত্রের মর্যাদা রাখে- বয়আত করে সেভাবেই তার হয়ে গিয়েছ যেভাবে তুমি একজন পিতার পুত্র। এই কারণে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে মোমেনদের জননী বলা হয়েছে; যার অর্থ হল আঁ হযরত (সা.) সার্বজনীনভাবে মুমেনীনদের পিতা। তিনি (আ.) একথা স্পষ্ট করেছেন যে, রক্তের সম্পর্কে পিতা মানুষের পৃথিবীতে আগমণের কারণ হয়। তার কারণে, অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলনের কারণে সন্তানের জন্ম হয়। এরফলে মানুষের দেহ ও আত্মার জন্ম হয়ে জীবনের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা আকাশ (আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গ)-

এরপর শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

“এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে এই কেন্দ্রটি দান করেছেন।”

শত্রুরা আমাদের হাত থেকে যে ফযল ও আশিসকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল আল্লাহ তা’লা পূর্বের চেয়ে বেশি বরং কয়েকগুণ বেশি এই মসজিদ ও কেন্দ্র থেকে উন্নতি দান করুন। আহমদীয়া জামা’তের উন্নতি আল্লাহ তা’লার কৃপায় হয়। পৃথিবীর কোন সরকারও এর উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না আর আহমদীয়া জামাত নিজেদের উন্নতির জন্য কোন সরকারের মুখাপেক্ষীও নয়।

আমরা যতদিন খোদার নির্দেশ মেনে চলবো, যতদিন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখব আল্লাহ্ তা’লার কৃপার অবতরণস্থল হিসেবে আমরা এসব উন্নতির অংশ হয়ে থাকব।

যাদেরকে আল্লাহ তা’লা এই নতুন লোকালয়ে বসবাসের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণে যারা এই নতুন বসতির আশেপাশে এসে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে বা স্থাপন করছে তাদের নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যার সুবাদে অত্রাঞ্চলে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার চিত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে।

আল্লাহ্ তা’লার কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমাদের কথা এবং আমাদের কর্ম, আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের আমল যেন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এমন যেন না হয় যে, আমরা বলব এক আর করব আরেক।

“আমলের জন্য নিষ্ঠা হলো শর্ত।”

একজন প্রকৃত ইবাদতকারী, যে আল্লাহ্ তা’লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদত করে, সে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থায়ও উন্নতি লাভ এবং আল্লাহ্ তা’লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি নিজের দৈহিক অবস্থায়ও সংশোধন করে। আর আল্লাহ্ তা’লার নিয়ামতরাজির ব্যবহারও আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে।

বিশ্বের এই অংশে আল্লাহ তা’লা কেন্দ্র বানানোর তৌফিক দিয়েছেন যা একত্ববাদশূন্য বরং অংশিবাদিতায় পরিপূর্ণ, (উদ্দেশ্য হলো) এখান থেকে নব উদ্যমে একত্ববাদ প্রচারের কাজ কর এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসের মিশনকে বাস্তবায়ন কর। আর অবশেষে যেন সেই দিন আসে যখন নগরের পর নগর শহরের পর শহর আল্লাহ্ তা’লার একত্ববাদের ঘোষণাকারী হবে।

আহমদীয়াতের উন্নতি এবং পৃথিবীর এই অংশে কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করুন এবং অনেক দোয়া করুন। আমরা যেন সকল বিরুদ্ধবাদীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখি। রাবওয়া যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয়। আর কাদিয়ান, যা মসীহ (আ.)এর রাজধানী, সেখানে যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয় এবং মক্কা-মদীনা যাওয়ার পথও যেন আমাদের জন্য অবারিত হয়, কেননা তা আমাদের অনুসরনীয় ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর গ্রাম এবং ইসলামের চিরস্থায়ী কেন্দ্র আর প্রকৃ ত ইসলামের বাণী সেই লোকদের কাছেও যেন পৌঁছে আর তারাও যেন তা গ্রহণকারী এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসের সত্যায়নকারী হয়ে যায়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৭ ই মে, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১০ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

বাইরে মসজিদের উদ্বোধনের জন্য যে ফলক লাগানো হয়েছে এখন আমি তা উন্মোচনের জন্য পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। এতে করে উদ্বোধন হয়ে গেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন রাবওয়ার মসজিদে মোবারক উদ্বোধন করেন তখন বলেছিলেন যে, উদ্বোধনের পূর্বে দু’রাকাত নফল নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত কিন্তু তখন এর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না তাই তিনি বলেন আমরা কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা করবো। সচরাচর রীতি হলো আমি যখন উদ্বোধনের জন্য ফলক উন্মোচন করি, তখন দোয়া করি। আজকে একই রীতির অনুসরণে দোয়ার পরিবর্তে এখন কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা করবো, আপনারা আমার সাথে যোগ দিন। আল্লাহ তা’লা আমাদেরকে একটি ছোট কেন্দ্র দান করেছেন, এই মসজিদ দান করেছেন। এরপর রীতিমত খুতবা আরম্ভ হবে। কৃতজ্ঞতামূলক সেজদায় যোগ দিন। (এর পর হুযুর আনোয়ারের নেতৃত্বে সকলে কৃতজ্ঞতামূলক সেজদায় যোগদান করেন)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ. يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الاعراف:30 تا 32)

(সূরা আল্ আ’রাফ: ৩০-৩২)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তুমি বলে দাও, আমার প্রভু আমাকে ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর এই (নির্দেশ) যে, প্রত্যেক মসজিদের কাছে নিজের মনোযোগ সন্নিবিষ্ট কর আর আল্লাহ তা’লার ইবাদতকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা’লারই অধিকার আখ্যা দিয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদের আরম্ভ করেছেন একদিন তোমরা সে অবস্থার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন কিন্তু অপর একটি দল আছে যাদের জন্য ভ্রষ্টতা আবশ্যক হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য গণ্য হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা’লাকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনে করে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। হে আদম সন্তানগণ সকল মসজিদের কাছে সৌন্দর্যের উপকরণ অবলম্বন কর। আর খাও ও পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না, কেননা আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা’লার। আল্লাহ তা’লা আজ আমাদেরকে ইসলামাবাদের এই মসজিদে জুমুআ পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন। যেভাবে কয়েক জুমুআ পূর্বে আমি কেন্দ্র ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা বলেছিলাম কেননা মসজিদ ফযলের সাথে এখন অফিস ইত্যাদির ব্যবস্থায় বা কাজে অনেক স্থানস্বল্পতা অনুভূত হচ্ছিল। আর অফিসের জন্য অধিক উত্তম ও খোলা জায়গার প্রয়োজন দেখা দেয় যা এখন খোদা তা’লার কৃপায় ইসলামাবাদের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অনেকটা পূরণ হয়েছে। একইভাবে জামা’তের খেদমতকারী ও দপ্তরের কিছু কর্মচারীর জন্য জায়গা অনুসারে অবাসনেরও ব্যবস্থা হয়েছে।এছাড়া খলীফায়ে ওয়াক্তের আবাসিক ভবনও নির্মিত হয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্তের বাসগৃহের সাথে মসজিদ থাকাও আবশ্যক যেন খলীফায়ে ওয়াক্তের পিছনে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়তে পারে এবং দরস ইত্যাদির কাজও যেন খলীফায়ে ওয়াক্ত সহজভাবে সমাধা করতে পারেন। যদিও আজকে আমরা এই জুমুআর মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে মসজিদ উদ্বোধন করছি কিন্তু কার্যত আমার এখানে স্থানান্তরিত হতেই নামায ও অন্যান্য

অনুষ্ঠানমালা লাগাতার চলতে থাকে। বাহির থেকে খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনার অনেক বড় বড় প্রতিনিধিদল আসতে থাকে। তাই এ মসজিদে তাদের সাথে বৈঠকও হতে থাকে। আর যাদের সাথে অন্যান্য ছোট হলে অনুষ্ঠান হয়েছে তাদের জন্যও সহজেই মসজিদে নামাযের ব্যবস্থা করা আর তাদের এখানে আসা সম্ভব হয়। ফযল মসজিদ থেকে এ মসজিদে প্র ায় চারগুণ বেশি সংকুলান সম্ভব কিন্তু সমাগত প্রতিনিধি দল দেখে এ মসজিদও ছোট হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হতে থাকে। কিন্তু এর পাশেই কিবলামুখী একটি বহুমুখী হল নির্মাণ করা হয়েছে এতে অতিরিক্ত লোক নামায পড়তে পারে আর এ হলে যথেষ্ট সংকুলানের সুযোগ রয়েছে। যাহোক এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কৃপায় যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর গত ১০-১৫ বছরে মসজিদ নির্মাণের প্রতি জামা'তগুলোর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যার কারণে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এ মসজিদের নাম আমি মসজিদে মোবারক রেখেছি। এর গুরুত্ব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের বাসভবনও এখানে আর সুন্দর গৃ হর আকারে সেবকদের প্রায় ২৯-৩০ জনের বাসস্থানও এখানে রয়েছে। অধিকন্তু সেসকল দপ্তরও এখানে রয়েছে যাদের সাথে প্রত্যহ আমার অধিক কাজ থাকে। অর্থ াৎ এই জায়গা ও এ মসজিদ এদিক থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। খোদার কাছে দোয়া থাকবে এ মসজিদ এ দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদে মোবারকের প্রতিচ্ছবি বা মসীল প্রমাণিত হোক আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণকারী এবং সকল অর্থে আশিসময় হোক।

যখন এর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছিল, বিভিন্ন নাম পূর্বে মাথায় আসতে থাকে আর বিভিন্ন নাম সম্পর্কে পরামর্শও হতে থাকে কিন্তু এরপর হযরত মসীহ মওউদ এর এই এলহাম হঠাৎ আমার সামনে আসে যে, "مُبَارِكٌ وَّمُبَارَكٌ وَّكُلُّ اَمْرٍ مُّبَارَكٍ يُّجْعَلُ فِيْهِ" হযরত মসীহ্ মওউদ এর ভাষাতেই এর অনুবাদ হলো অর্থাৎ এই মসজিদ আশিসদাতা ও আশিসমণ্ডিত আর সকল বরকতময় বিষয় এতে সমাধা করা হবে। " (তাযকেরা, পৃ: ৮৩, ৪র্থ সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের এ দোয়া থাকবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে যেসব দোয়া করেছেন আর পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার ও বিজয়ের জন্য তাঁর যে বাসনা ও ব্যাকুলতা ছিল তা যেন এই মসজিদের ভাগ্যেও জোটে আর এ মসজিদ ও এ কেন্দ্র যেন সব সময় ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ এবং পৃথিবীর সকল দেশে এখান থেকে একত্ববাদের প্রসার ও ইসলামের বাণী প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করে। কেন্দ্রের এখানে আসা সকল অর্থে কল্যাণময় হোক আর খেলাফতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সূচীত সকল পরিকল্পনা সবসময় যেন খোদার কৃপা ও আশিস আকর্ষণ করতে থাকে। অধিকন্তু খোদার দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মসজিদের সাথে যেসকল কল্যাণরাজির সম্পর্ক ছিল তা যেন এরও লাভ হতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত আমি এটি জানতাম না, কালই একথা আমার সামনে আসে যে রাবওয়ায় যখন জনবসতি গড়ে ওঠা আরম্ভ হয় তখনও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মসজিদে মোবারকের নির্মাণের সময় এ কথাই বলেছিলেন যে, এ মসজিদ কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকের স্থলাভিষিক্ত এবং এর প্রতিচ্ছবি ও মসীল হবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩০, পৃ: ৩১৬, প্রদত্ত-৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) অর্থাৎ রাবওয়ার মসজিদে মোবারক সেই মসজিদের মসীল বা প্রতিবিম্ব হবে। যাহোক সেখানে দীর্ঘকাল খেলাফত ছিল, এখনও কেন্দ্রীয় দপ্তরাদি ওখানেই রয়েছে। কিন্তু গত ৩৫বছর থেকে এখানে হিজরতের কারণে এখানেও নতুন দপ্তর ও নতুন বিষয়াদির অর্থাৎ নতুন বিল্ডিং ও নতুন মসজিদের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশীয় আইনের কারণে খেলাফতে আহমদীয়াকে রাবওয়া থেকে হিজরত করতে হয়, এরপর খোদা তা'লা এখানকার চাহিদা পূরণের জন্য এখানে উন্নতির দ্বার পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি উন্মোচন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যে বিস্তৃতি দিয়েছেন তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করুন আর শত্রুরা আমাদের হাত থেকে যে ফযল ও আশিসকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল আল্লাহ তা'লা পূর্বের চেয়ে বেশি বরং কয়েকগুণ বেশি এই মসজিদ ও কেন্দ্র থেকে উন্নতি দান করুন।

যারা জামা'তের ভাগ্য ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক বনে আত্মপ্রসাদ নেয় তাদের কাণ্ডজ্ঞানের স্বরূপ দেখুন,অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখুন, কেউ আমাকে দেখিয়েছে যে সোশাল মিডিয়ায় পিপিপি'র কোন রাজনীতিবিদ এই মন্তব্য করছিল এবং এই বিবৃতি দিচ্ছিল যে, আমরা আহমদীয়াজামা'তেরওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলাম আর এদের পাকিস্তানে ছড়াতে দিইনি, কিন্তু এখন নতুন সরকার এসেছে,এরা আহমদী ও কাদিয়ানীদের ইসলামাবাদে কেন্দ্র বানা নোর অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এহলো তাদের কাণ্ডজ্ঞানের স্বরূপ। স্বল্পকাল পূর্বে একইভাবে তাদের এক রাজনীতিবিদ আমাদের সম্পর্কে এভাবে অজ্ঞতামূলক বিবৃতি প্রদান করেছে আবার পরে বলে বসেছে যে, ভুল হয়ে গেছে, আমি পুরোপুরি বুঝিনি। যাহোক এহলো এসব জড়বাদীদের চিন্তাধারা, এরা জানে না আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি আল্লাহ তা'লার কৃপায় হয়। পৃথিবীর কোন সরকারও এর উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না আর আহমদীয়া জামাত নিজেদের উন্নতির জন্য কোন সরকারের মুখাপেক্ষীও নয়। আমরা যতদিন খোদার নির্দেশ মেনে চলবো, যতদিন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখব আল্লাহ্ তা'লার কৃপার অবতরণস্থল হিসেবে আমরা এসব উন্নতির অংশ হয়ে থাকব। অতএব আমাদেরকে নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত।

যাদেরকে আল্লাহ তা'লা এই নতুন লোকালয়ে বসবাসের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণে যারা এই নতুন বসতির আশেপাশে এসে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে বা স্থাপন করছে তাদের নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যার সুবাদে অত্রাঞ্চলে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার চিত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে। নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামাবাদে আমাদের ওয়াকেফীনে জিন্দেগী এবং কর্মকর্তাগণ বসবাস করে আসছেন। আর এখানকার অধিবাসীরা এ দিক থেকে আহমদীদের সাথে পরিচিতও বটে। নিঃসন্দেহে জলসার কারণেও আহমদীয়াত এই অঞ্চলে পরিচিত। দীর্ঘকাল অর্থাৎ ২০০৪ পর্যন্ত এখানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আর আজকাল অল্টনে যেখানে জলসা হচ্ছে সেই জায়গাটিও কাছেই অবস্থিত। কিন্তু এখন এই জনবসতি একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। আর এদিক থেকে এখানকার স্থানীয়রাও আমাদেরকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। হঠাৎ এখানে এসে আহমদীরা যে বাড়িঘর নেওয়া আরম্ভ করেছে স্থানীয়রা ইতোমধ্যেই তা বুঝতে পেরেছে। আর তারা এর চর্চাও আরম্ভ করেছে যে, তোমাদের খলীফা বা তোমাদের জামা'তের নেতার এখানে আসার কারণে হঠাৎ তোমারা এতদঞ্চলমুখী হয়েছ। অতএব এ কারণে পূর্বের চেয়ে নিজেদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের ওপর নিজেদের ভালো প্রভাব ফেলতে হবে। যদি আমাদের হৈচৈ এর কারণে, আমাদের ট্রাফিকের বিশৃঙ্খলার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে প্রতি বেশীরা বিরক্ত হয় তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে এখানকার স্থানীয়দের কাছে একটি ভ্রান্ত বার্তা পৌঁছবে। আমরা যদি নিজেদের আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে না ধরি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কেবল বুলিসর্বস্ব হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমাদের কথা এবং আমাদের কর্ম, আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের আমল যেন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এমন যেন না হয় যে, আমরা বলব এক আর করব আরেক।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মসজিদের প্রেক্ষিতেও আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। যে আয়াতগুলো আমি পাঠ করেছি সেগুলোতেও আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির প্রতিও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্তা'লা মু'মিন ও মুসলমানদের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তাহলে নিজেদের ঈমান ও ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে নাও। যদি তা না কর তাহলে তোমাদের উন্নতি হবে না বরং তোমরা ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিপতিত হবে। মসজিদ নির্ম াণের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা পূর্ণ করতে হবে, তবেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিজেদের ইবাদতকে একনিষ্ঠ করতে হবে, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। জাগতিক ধ্যানধারণা এবং চাওয়া-পাওয়া থেকে নিজেদের মনমস্তিষ্ককে পবিত্র করতেহবে, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। প্রত্যহ যদি পাঁচবার এই চেষ্টা করা হয় কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার জন্য ধর্মে একনিষ্ঠকারী হতে পারব।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেন যে, নিজেদের রূহ বা আত্মার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নাও। আর এই পরিচ্ছন্নতা শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আর যারা নিজেদের জন্য হেদায়েত লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, যারা ধর্মকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ করে না তারা ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিপতিত হয়। এরা এমন লোক যারা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় লাভের পরিবর্তে শয়তানকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে অবলম্বন করেছে। আর তারা আবার এই ধারণা করে যে, তাদের আমল খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে হয়। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আজকাল যে সবপাপাচারী আলেম আমাদের চোখে পড়ে অর্থাৎ আমাদের বিরোধী যারা রয়েছে

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তাদের অবস্থাও একই। এসব আলেম নিজেদের সাথে সাধারণ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করছে। তাদের ধারণা এটিই যে, আমাদের চেয়ে অর্থাৎ তাদের চেয়ে বেশি ইসলামী নির্দেশ মান্যকারী আর কেউ নেই। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন কূটকৌশল ওঅপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্রকে তারা বাদ দেয় না। আর সরকারও তাদের ভয়ে ভীত থাকে। আজকাল পাকিস্তানের করাচীতে এই বিরোধিতা বেশি হচ্ছে। তারাএই দাবিতে অনড় এবং সরকারও আমাদেরকে আমাদের মসজিদের মিনার ভেঙে ফেলতে বলছে। তাদেরকে লক্ষ বার এ কথা বলা হয়েছে যে, এগুলো অনেক পুরোনো অর্থাৎ ৫০-৬০ বছর পূর্বে নির্মিত মসজিদের মিনার, কিন্তু তারা বুঝতেই চায় না। মৌলভীদের ভয়ে তারা ভীতবিহ্বল। জামা'তের সদস্যদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নে এরা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালমন্দ করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাদের জন্য ভ্রষ্টতা আবশ্যক হয়ে গেছে। যেসব নামধারী আলেম এর পেছনে রয়েছে নিশ্চিতভাবে তারা তাদের মাঝে গন্য হয় যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, শেষ যুগে মসজিদগুলো বাহ্যত পূর্ণ দেখা যাবে আর আজকাল আমরা অন্যদের মসজিদে তা দেখতেও পাই, কিন্তু তা হেদায়েতশূন্য থাকবে। আর তাদের মধ্য থেকেই নৈরাজ্যের উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে। আর এরাই ইসলামের দুর্নামের জন্য দায়ী হবে যারা কিনা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

(শোয়াবিল ঈমান লিলবাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭-৩১৮, হাদীস: ১৭৬৩)

অতএব এমতাবস্থায় নিজেদের ইবাদতকেও একনিষ্ঠ করা আর পৃথিবীবাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় অবগত করার আমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে যায়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রসারের জন্য আমরা যতটা না চেষ্টা করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি পথ উন্মুক্ত করেন। আর এই কেন্দ্রও তারই একটি অংশ। অতএব আমাদের নিজেদের দায়িত্বকে অনুধাবন করতে হবে। কেবল আমাদের ব্যক্তিগত বা জামা'তী প্রচেষ্টায় এটি কখনো নির্মাণ করা সম্ভব হতো না। এটি শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ যে, তিনি এই মরকয বা কেন্দ্র দান করেছেন। রমজানের এই দিনগুলোতে যখন রূহ বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সরবরাহ করেছেন সেখানে নিজেদের ধর্মকে পূর্বের চেয়ে আরো অধিক হারে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করার চেষ্টা করা উচিত। ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে একনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতে গিয়ে এক জায়গায়হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, أُدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০)। বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা উচিত এবং তাঁর অনুগ্র হরাজি সম্পর্কে প্রণিধান করা উচিত। নিষ্ঠা ও এহসান থাকা উচিত আর তাঁর প্রতি এমনভাবে প্রত্যাবর্তন ক রা উচিত যে, তিনিই একমাত্র প্রভু এবং সত্যিকার কর্মবিধায়ক।" তিনি (আ.) বলেন:

"ইবাদত সংক্রান্ত নীতিমালার সারাংশ এটিই যেন বান্দা এমনভাবে দণ্ডায়মান হয় যেন সে খোদা তা'লাকে দেখছে অথবা যেন খোদা তাকে দেখছেন। সকল প্রকার কলুষতা এবং সকল প্রকার শিরক থেকে যেন পবিত্র হয়ে যায়। আর তাঁরই মহত্ব এবং তাঁরই প্রতিপালনের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে। তিনি বলেন, দোয়া মাসূরা এবং অন্যান্য দোয়া খোদার কাছে অনেক বেশি করা উচিত। আর অনেক বেশি তওবা ইস্তেগফার করা উচিত এবং বারংবার নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করা উচিত যেন আত্মশুদ্ধি লাভ হয় এবং খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়। আর তাঁরই ভালোবাসায় যেন বিলীন হয়ে যায়।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৫১)

অতএব ধর্ম যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়, ইবাদত যখন একনিষ্ঠ বা খাঁটি হবে তখনই আত্মশুদ্ধিও হবে আর নিজ আত্মাকে পবিত্র করার সুযোগও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালিত হবে আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের জন্যও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা থাকবে। কেউ সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া একটি ভিডিও দেখিয়েছে যে, ইফতারির সময় বেশ আয়োজন করে মুসলমানরা এক জায়গায় ইফতারির জন্য একত্রিত হয়েছে আর কোন বিষয় নিয়ে, সম্ভবত খাবার নিয়েই, প্রথমে গালিগালাজ আরম্ভ হয়, এরপর তা থেকে হাতাহাতি ও মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। পরস্পর ঘুষাঘুষি করছে, মারামারি করছে, খামচাখামচি করচে, টানাহ্যাচড়া করছে, খাবার এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ একদিকে পড়ছে কেউ অন্যদিকে পড়ছে। জ্যেষ্ঠকেও সম্মান করা হচ্ছে না আর ছোটদেরও কোন পরোয়া করা হচ্ছে না। পরস্পর লড়াইয়ে ব্যস্ত। আর এসব রোযার অবস্থায় হচ্ছে। আর যেমনটি তাদের রীতি রয়েছে যে, লম্বা কামিয পরিধান করে নামাযের জন্য আসে, তেমনই জুব্বা পরিধান করে এসেছে আর লড়াই চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন যে, তোমরা রোযা রাখাঅবস্থায় কোন মন্দ কথা বলবে না, যে ঝগড়া করে তাকেও কোন উত্তর দিবে না বরং এ কথা বলবে যে, আমি রোযাদার। আরআল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, রোযার প্রতিদান আমি নিজে। প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ কি এমন রোযাদারদেরই প্রতিদান হবেন? এরাই কি সেসব লোক যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হচ্ছে? এটিই কি আত্মশুদ্ধি যা রোযার মাধ্যমে তারা লাভ করছে? এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেআগমনকারী ইমামকে মান্য করা অধিকন্তু মুসলমানদের সংশোধনের জন্য যুগ ইমামের আগমনের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ যখন তিনি এসেছেন তখন তাঁকে তারা মান্য করছে না। কিন্তু এসব বিষয় আমাদের আরো বেশি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যেন আমরা আত্মবিশ্লেষণ করি, নিজেদের সংশোধন করি, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝেও যদি মনোমালিন্য এবং অশান্তি থাকে তাহলে তা যেন দূর করি এবং রোযার সুবাদে অর্পিত দায়িত্বপালন করি। আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি আর তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর যেন আমল করি। অনুরূপভাবে অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইসলাম বলতে যা বুঝায় তাতে এখন পরিবর্তন এসে গেছে। সর্বত্র ঘৃণ্য স্বভাব বিরাজমান। অর্থাৎ ভ্রান্ত আচার আচরণ, বৃথা কথাবার্তা, নোংরা স্বভাব চরিত্র এবং পাপ অনেক বেড়ে গেছে, আর সেই ইখলাস বা নিষ্ঠা যার উল্লেখ أُدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -এর মাঝে হয়েছে, তা আকাশে উঠে গেছে। অর্থাৎ তার কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না। খোদার সাথে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদার ওপর ভরসা বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদা তা'লা নতুনভাবে সেসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করতে চান।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

অতঃপর তিনি বলেন, এ যুগে লোকদেখানো, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা,অহংকার, দর্প, দাম্ভিকতা ইত্যাদি ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যাবলী অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত মন্দ বিষয় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর أُدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -এর মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী মহাশূ ন্যেহারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, খোদার ওপর ভরসা এবং তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পন করার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসাও আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এক মু'মিন যে নিজের সমস্ত বিষয় সমর্পন করে, সেই চিত্রও কোন মুমিনের মাঝে দেখা যায় না, অর্থাৎ তথাকথিত মু'মিন বা নামধারী মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে। ছোট ছোট বিষয়ে লড়াই ঝগড়া হচ্ছে, চারিত্রিক গুণাবলী সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। তিনি বলেন, এখন খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো এগুলোর বীজ বপন করা। "

(আল বদর, ৩য় খণ্ড, নম্বর-১০, ৮ই মার্চ, ১৯০৪, পৃ: ৩)

প্রথমে বলেছেন, খোদার অভিপ্রায় হলো এসব বৈশিষ্ট্যকে পুনর্জীবিত করা। আর এখানে বলেছেন, খোদার অভিপ্রায় হলো এগুলোর বীজ বপন করা। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এই বীজ বপিত হয়েছে। এখন খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করা, ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা, হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারপ্রদান করা আর তিনি তা করেছেন। এখন আমাদেরকে এই বীজ বপনের ফলে সৃষ্ট চারাগাছ এবং বৃক্ষের শাখায় পরিণত হতে হবে। আর আমরা তা তখন করতে পারব যখন নিজেদের ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করব,অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করব,আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে। এক জায়গায় তিনি বলেন, "আমলের জন্য নিষ্ঠা হলো শর্ত।" (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৪)

অতএব যদি কেবল বাহ্যিক আমল হয় আর তাতে নিষ্ঠা না থাকে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদি ব্যাকুলতা না থাকে তাহলে সেই আমল বৃথা, সেসব নামায বিফল। সুতরাং এটিও একটি সতর্কবাণী যে, নিজেদের ইবাদতকে যতক্ষণ একনিষ্ঠ না করা হবে সেসব ইবাদতের কোন লাভ নেই। এক জায়গায় তিনি বলেন,

"স্পষ্ট থাকে যে, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থার সাথে তার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার খুবই সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি মানুষের পানাহারের রীতিও তার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। যেভাবে আমি ইফতারির ঘটনা শুনিয়েছি যে, মানুষ ইফতারির জন্য একত্রিত হয়েছিল, তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। তাদের বাহ্যিক অবস্থাই তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। অএতব এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে যে, তাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর এরপর এই বিষয়গুলো যেন আমাদেরও মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়। তিনি বলেন, আর এসব প্রকৃতিগত অবস্থাকে যদি শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় তাহলে যেভাবে লবণের খনিতে পড়ে সবকিছু লবণাক্ত হয়ে যায় সেভাবেই এই সমস্ত স্বভাবজ অবস্থা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার যেসব নির্দেশাবলী র য়েছে, যেমন-পানাহারের অভ্যাস,মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খাওয়ার সময় ভারসাম্য বজায় রেখে খাওয়া, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী কে দৃষ্টিপটে রেখে যদি এসব বিষয় পালন করা হয়, শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যদি করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে তোমাদের চরিত্রও উন্নত হবে। তিনি বলেন, এই সমস্ত অবস্থা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রূপ নেয় আর আধ্যাত্মিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ কারণেই পবিত্র

কুরআনে সমস্ত ইবাদত এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা আর আকুতি মিনতি ও বিনয়ের ক্ষেত্রে দৈহিক পবিত্রতা, দেহের সঠিক ব্যবহার এবং দৈহিক ভারসাম্যকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহ্যিক পবিত্রতাও আবশ্যক, আচার আচরণও গুরুত্বপূর্ণ, নিজেকে সুস্থ রাখাও আবশ্যক, তবেই মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। তিনি বলেন, আর প্রণিধানকালে এই দর্শনই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে হয় যে, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আত্মার ওপর গভীর প্রভাব রয়েছে, যেমনটি আমরা দেখি যে, আমাদের স্বভাবজ কর্মকাণ্ড যদিও বাহ্যত শারীরিক বা দৈহিক কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর অবশ্যই সেগুলোর প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের চোখ যখন কাঁদতে আরম্ভ করে, তা যদি কৃত্রিমভাবেও হয়ে থাকে তবুও তাৎক্ষণিকভাবে সেই ক্রন্দনের একটি স্ফুলিঙ্গ হৃদয়ে পতিত হয়। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে মনও উদাস হয়ে যায় আর তখন হৃদয়ও চোখের অনুবর্তীতায় দুঃখিত হয়। একইভাবে আমরা যখন কৃত্রিমভাবে হাসতে আরম্ভ করি তখন হৃদয়েও এক প্রকার স্বস্তি সৃষ্টি হয়, এক আনন্দ অনুভূত হয়। তিনি বলেন, এটিও দেখা গেছে যে, দৈহিক সেজদাও আত্মার মাঝে বিনয় ও বিগলনের অবস্থাসৃষ্টি করে। অনেক সময় দৈহিক সেজদা করলে সেজদারত অবস্থায়ই এক প্রকার বিনয়ভাব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, আমরা যদি ঘাঁড় উঁচু করে এবং বুক ফুলিয়ে হাঁটি তাহলে এর গতি আমাদের মাঝে এক প্রকার অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিঃসন্দেহে দৈহিক অঙ্গভঙ্গির আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর প্রভাব রয়েছে।

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩১৯-৩২০)

এরপর তিনি এটিও বলেছেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহ্যিক খাবারেরও প্রভাব রয়েছে। তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কেবল মাংসখোর হয়ে যেয়ো না আবার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ো না যে, আমরা শুধু সবজি ছাড়া আর কিছুইখাব না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো হালাল এবং তৈয়্যব, সেগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তাতে যেন ভারসাম্য থাকে এবং অপব্যয় না হয়। কেননা এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিকএবং নৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

ভারসাম্যপূর্ণ খাবারের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ থাকে। তিনি বলেন, এটি কেবল ইসলামেরই সৌন্দর্য যে, তা সকল বিষয়ে পথনির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের ওপর এবং পুরো জগতবাসীর ওপর এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার নীতি নির্ধারণ করেছেন। এমনকি তিনি এটিও বলে দিয়েছেন যে, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩২) অর্থাৎ অবশ্যই খাও এবং পান কর, কিন্তু খাবারেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরিমাণ বা মাত্রায় কমবেশি করো না। (আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩৩২)

কেননা এতেও ভারসাম্য নষ্ট হয় আর এরপর এর প্রভাব আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপরও পড়ে। অতএব একজন প্রকৃত ইবাদতকারী, যে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদত করে, সে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থায়ও উন্নতি লাভ এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি নিজের দৈহিক অবস্থায়ও সংশোধন করে। আর আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির ব্যবহারও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে। জাগতিক বস্তু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাদ্য-পানীয় তার উদ্দেশ্য হয় না বরং আমৃত্যু জাগতিক নিয়ামতরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এক মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনোযোগী থাকে। ইসলামই সেই ধর্ম যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব যেমনটি আমি বলেছি, এই মরকয বা কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার পাশাপাশি চারিত্রিক মানও উন্নত করা আবশ্যক আর বিশেষভাবে এই নতুন অবস্থায় যখন অমুসলিমদের, প্রতিবেশীদের এবং অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের দৃষ্টি এক নতুন আঙ্গিকে আমাদের প্রতি থাকবে তখন আমাদেরও ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিজেদের কথা, কাজ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে আমরা যদি আমাদের জীবন অতিবাহিত করি তবে এটিই তবলীগের অনেক বড় একটি মাধ্যম হয়ে যাবে আর এটিই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়ে তাঁর কৃপাভাজন করবে।

এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক মানুষ তাদের প্রতিবেশী এবং বাহিরের মানুষদের সাথে খুব ভালো আচরণ করে কিন্তু নিজেদের ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তাদের আচারব্যবহার ভালো হয় না। এটি তাদের ব্যক্তিগত কাজ নয়। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও ব্যক্তিগত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের অন্যায়ের শাস্তি তাদেরকেই দিবেন কিন্তু এসব বিষয় জামা'তী ঐক্য ও শান্তির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার ফলে ভবিষ্যতে সন্তানরা জামা'তের উত্তম সদস্য হওয়ার পরিবর্তে জামা'ত ও ধর্ম থেকে দূরে চলে যায়। অথচ ইসলামের প্রসারের লক্ষ্যে এবং স্বীয় ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে আবশ্যক বিষয় হলো নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু আচরণ যদি এমন হয় তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এক্ষেত্রেও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জামা'তীয় বিষয়। কেননা ছেলেমেয়েরা দেখে যে, বাহ্যত আমাদের পিতা তো অনেক ধর্মপরায়ণ মানুষ এবং জামা'তেও তাকে অনেক ভালো মনে করা হয় কিন্তু বাড়িতে তার আচারব্যবহার পুরোপুরি উল্টো। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়। পারিবারিক কলহের ফলে স্ত্রীর পরিবার ও স্বামীর পরিবারের মাঝে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে আর তখন সমাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। অতএব যেসব পরিবারে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তারা তাদের পরিবারের সুখশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন বরং এই সিদ্ধান্ত করে নিন যে, এটি আমরা করবই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে যে কৃপা ও অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করার চেষ্টা করব। একইভাবে যেসব মহিলা ছোটখাটো বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে যায় তাদেরও উচিত নিজেদের সন্তানসন্ততির তরবিয়তের জন্য নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ রমজানকে নির্ধারিত করে নিন যে, এ মাসের কল্যাণে আমরা নিজেদের গৃহকে সুশোভিত করব। রমজানে মসজিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কাজেই মসজিদের যে প্রকৃত সৌন্দর্য 'তাকওয়া' সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রগামী হতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, তাকওয়ার পথ অনুসরণের মাধ্যমে কপটতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। আমাদের প্রতি যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে আমাদেরও তত বেশি এই বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকি। সেরূপ নামাযি হবেন না যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের নামাযকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দেন বরং আমরা যেন সেসব মানুষের মাঝে পরিগণিত হই যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন এবং তাঁর পুরস্কারের উত্তরাধিকারী।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে কেন্দ্র দান করেছেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- ধর্মের প্রয়োজনের জন্য একে ব্যবহার করা। কিন্তু পার্থিবতার দিক থেকেও এটি আল্লাহ তা'লার অনেক বড় কৃপা যিনি এই পুরস্কারে আমাদেরকে ভূষিত করেছেন। যেমনটি আমি এর আগেও বলেছি, আমরা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এটি অর্জ ন করতে পারতাম না। যদিও এই কেন্দ্রের মাধ্য মে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় পুরস্কারে পুরস্কৃ ত করেছেন। সুতরাং সকল দিক সামনে রেখে আমাদের উচিত আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। একজন দুনিয়াদার মানুষ যখন এসব পরিকল্পনা ও কার্যক্রম দেখে তখন প্রভাবিত না হয়ে পারে না এবং সে যখন জানতে পারে যে, এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বা কৃপাবলে সম্ভব হয়েছে অন্যথায় আমরা একটি ছোট জামা'ত, যাদের জাগতিক উপায়-উপকরণও নিতান্তই সীমিত আর জামা'তের সদস্যদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কল্যাণে এসব হয় তখন তারা আরো বেশি অবাক হয়। তারা তখন উপলব্ধি করে যে, আজও সেই জীবন্ত খোদা বিদ্যমান আছেন যিনি যাকে সাহায্য করতে চান সাহায্য করেন, যাকে পুরস্কৃ ত করতে চান তাকে পুরস্কৃত করেন। অতএব বাহ্যত এর মাধ্যমে এক দুনিয়াদারের উপরও আমাদের শিক্ষার প্রভাব পড়ে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা যেরে তবলীগ হয়ে যায়। খোদা তা'লার অস্তিত্বকে দেখানোর জন্য আবশ্যক হলো, আমাদের কথা ও কাজ যেন এমন হয় যা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে। অতএব, যে আঙ্গিকেই আমরা নিই না কেন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের শির অবনত হতে থাকে আর অবনত হওয়া উচিত এই কথা ভেবে যে, তিনি আমাদেরকে স্বীয় কৃপাবলে এমন একটি জনপদ আবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন। যদিও এটি একটি মহল্লার সমান জনবসতি বরং তার চেয়েও ছোট কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এর গুরুত্ব কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের এই অংশে আল্লাহ তা'লা কেন্দ্র বানানোর তৌফিক দিয়েছেন যা একত্ববাদশূন্য বরং অংশিবাদিতায় পরিপূর্ণ, (উদ্দেশ্য হলো) এখান থেকে নব উদ্যমে একত্ববাদ প্রচারের কাজ কর এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসের মিশনকে বাস্তবায়ন কর। আর অবশেষে যেন সেই দিন আসে যখন নগরের পর নগর শহরের পর শহর আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণাকারী হবে। আজ যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তা-ই বলে দেয়, এর পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আসাকে তারা যেন গর্বের কারণ মনে করে আর তার প্রতি যেন দরূদ প্রেরণ করে। অতএব, এটি হলো আমাদের দায়িত্ব। আর তা

শুধু ইসলামাবাদে বসবাসকারীদের বা আশেপাশে এসে বসতিস্থাপনকারীদেরই দায়িত্ব নয়,বরং এদেশে বসবাসকারী সকল আহমদী এবং সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এই চেষ্টা করা বা বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডয়ন করতে পারি এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করতে পারি, কীভাবে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে বাস্তবায়ন করতে পারি, কীভাবে যুগ-খলীফার পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সহযোগিতা করতে পারি, দোয়া ও কর্মের মাধ্যমে কীভাবে যুগ-খলীফার সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে রমজান মাসে এই মসজিদের শুভ উদ্বোধন করার তৌফিক দিচ্ছেন। পূর্বের খলীফাদের কথা তো আমি জানি না কিন্তু আমার সময়ে এটি প্রথম উপলক্ষ্য যেখানে রমজান মাসে মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। সুতরাং এই কল্যাণমণ্ডিত ও দোয়া গৃহীত হওয়ার মাসের সদ্ব্যবহার করে আহমদীয়াতের উন্নতি এবং পৃথিবীর এই অংশে কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করুন এবং অনেক দোয়া করুন। এই কেন্দ্রও যেন বর্ধিত হতে থাকে এবং এর আশপাশে আহমদীদের বসতিও যেন বিস্তৃত হতে থাকে। আমরা যেন ইসলামের ক্রোড়ে মানুষের আগমনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। আমরা যেন সকল বিরুদ্ধবাদীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখি। রাবওয়া যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয়। আর কাদিয়ান, যা মসীহ্ (আ.)এর রাজধানী, সেখানে যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয় এবং মক্কা-মদীনা যাওয়ার পথও যেন আমাদের জন্য অবারিত হয়, কেননা তা আমাদের অনুসরনীয় ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর গ্রাম এবং ইসলামের চিরস্থায়ী কেন্দ্র আর প্রকৃ ত ইসলামের বাণী সেই লোকদের কাছেও যেন পৌঁছে আর তারাও যেন তা গ্রহণকারী এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসের সত্যায়নকারী হয়ে যায়। অজ্ঞতার কারণে যারা বিদ্বেষপোষণকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের দৃষ্টিকেও উন্মুক্ত করে দেন আর যারা শুধুমাত্র অনিষ্ট সাধন ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে তাদেরকেও ধৃত করার ব্যবস্থা যেন আল্লাহ তা'লা করেন। আর মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক উম্মতরূপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমলকারী যেন হয় এবং অতি দ্রুত অমুসলিম বিশ্বও যেন ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে।

এই মসজিদ এবং এর পুরো নির্মাণ পরিকল্পনার বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদে নামাযের যে স্থান তা আনুমানিক ৩১৪ বর্গ মিটার অর্থাৎ ৫০০নামাজী নামায পড়তে পারে। একইভাবে হল রয়েছে, যাতে ১২শর কাছাকাছি, অপর আরেক স্থানে আনুমানিক ১১০ জনের মত মানুষ নামায আদায় করতে পারবে। এরপর হলের সামনে প্রবেশমুখে একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান ও ছাউনি রয়েছে, সেখানেও আনুমানিক ৩শ মানুষ নামায পড়তে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে যে সংকুলান হবে তা আনুমানিক ১২শ এবং ৩শ, ১৫শ অর্থাৎ প্রায় দুই হাজারের ওপরে সংকুলান হবে। একইভাবেঘরের বিষয়ে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি অর্থ াৎ বাসস্থাননির্মিত হয়েছে, দপ্তর নির্মি ত হয়েছে, অফিসের তিনটি ব্লক রয়েছে, যাতে আনুমানিক পাঁচটি অফিস বানানো হয়েছে। আশা করা যায় যে, এম.টি.এ-এর জন্যও এখানে স্থানসংকুলান হয়ে যাবে এবং স্টুডিও ইত্যাদিও সেখানে তৈরী হয়ে যাবে। এছাড়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন গোসলখানা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর সকল স্থানে সোলার এনার্জিরও প্যানেল লাগানো হয়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো সরবরাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা এমন যে, তা অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য পৃথকভাবে কোন আর্থিক তাহরীক করা হয় নি আর আমার জ্ঞানে এটাই কোন প্রথম পরিকল্পনা যা পৃথক কোন তাহরীক ছাড়া সমাপ্ত হয়েছে। আর এই মসজিদের যে ডিজাইন তা কতকের কাছে ভালো লেগেছে আর কতকের কাছে ভালো লাগে নি। যাহোক, অভিজ্ঞদের দৃষ্টিতে এর ডিজাইন এমন যে, বিদ্যুৎও সাশ্রয় হবে আর এনারজিও সাশ্রয় হবে। এছাড়া এর যে নির্মাণপদ্ধতি রয়েছে তা-ওঅভিজ্ঞদের দৃষ্টিতে সাধারণ যে নির্মাণ খরচ হয় তার চেয়ে স্বল্প মূল্যে করা হয়েছে আর মসজিদের ভিতর যে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে পূর্বে আমাদের মসজিদে এত বেশি ক্যালিগ্রাফি ছিল না, যেহেতু এই মসজিদের ডিজাইনই এমন ছিল, এ জন্য আমি তাদেরকে বলেছি যে, ক্যালিগ্রাফি করতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ তা'লার সিফাত বা গুণবাচক নাম লেখা হলে এতে কোন সমস্যা নেই। এর জন্য রিজওয়ান বেগ সাহেব যিনি জলসার সময় কুরআন প্রজেক্টও করে থাকেন, তিনি অনেক বেশি সহযোগিতা প্রদান করেছেন, (তিনিই লিখেছেন)। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুনএবং পাশাপাশি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর সম্পাদকআমের সফীর সাহেবও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমাদের দু'জন মুরব্বী ছিলেন, কানাডা থেকে একজন যিনি এবছর জামেয়া পাশ করে বেরিয়েছেন, বাসেল বাট তিনি এসেছিলেন এবং মূসা সাত্তার আর মাসুর দ্বীন সাহেব। তারা একটি একটি শব্দ বরং একটি একটি অক্ষর নিয়ে একত্রিত করে বিশেষ আঠা দিয়ে লাগিয়েছেন। খুবই পরিশ্রমের কাজ ছিল। যারা এসকল কাজে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। একইভাবে যুক্তরাজ্যের অডিও-ভিডিও টিম আর আমাদের এম-টি-এ'র টিম, তারাও খুব পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন।এই নির্মাণ প্রকল্পের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বানা নো হয়েছিল যারা বিভিন্ন সময় নিরীক্ষণ করতে থেকেছে। আর স্থায়ী নিরীক্ষণের জন্যও দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। একজন ওয়াকফে আরযিতে ছিলেন ইদ্রিস সাহেব, আরেকজন হলেওয়াকফে নও যুবক আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগী ইঞ্জিনিয়ার ফাতেহ, তিনি স্থায়ী নিরীক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায় কিন্তু সার্বিকভাবে তদারকি করার চেষ্টা হয়েছে। এখনো কাজ করানো হচ্ছে।এ ছাড়া কমিটির সদস্য যারা এখানে এসে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন, তারা কমিটির সদস্যও বটে, তাদের মাঝে একজন হলেন, চৌধুরী জহির সাহেব। তিনিও বেশ ভালো কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন। স্বেচ্ছায় নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি অনেক বিষয় সংশোধন করে দিয়েছেন।

পূর্বেও আমি বলেছি, এই প্রজেক্টের জন্য কোন তাহরীক করা হয় নি অথচ এটি অনেক বড় একটি প্রজেক্ট ছিল। এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও বড় বড় প্রজেক্টের কাজ চলছিল। বিশেষভাবে কাদিয়ান, মালি আর তানজানিয়া ইত্যাদি দেশে। কোথাও কোন প্রোজেক্ট কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখতে না হয়- এই চিন্তায় অনেক সময় আমি দুশ্চিন্তা করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন আর সকল প্রজেক্ট পূর্ণতা পেতে থেকেছে। তানজানিয়াতেও একটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে যাতে বহু অফিস এবং অন্যান্য জিনিস রয়েছে। নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি পরিপূর্ণ কমপ্ল্যাক্স বানানো হয়েছে। মালিতেও অনেক বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য ভবনও নির্মিত হয়েছে। এটি একটি সয়ংসম্পূর্ণ কমপ্ল্যাক্স। সেখানে যারাই এটি দেখে তারাই খুব প্রশংসা করে। মালির লোকেরা এখন কানাঘুষা করে যে, এত বড় মসজিদ আর অন্যান্য যেসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সম্ভবত এরা অনেক ধনী জামা'ত। জাগতিকভাবে আমরা ধনী নই ঠিক-ই তবে আমাদের প্রকৃত সম্পদ হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়ে, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায়ই (তা সম্ভব হয়েছে)। অতএব আমরা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করতে থাকব, আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা বর্ষণ করতে থাকবেন। তাঁর অধিকার যতদিন আমরা আদায় করতে থাকবো, ততদিন আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা বারি বর্ষণ করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে একজন ডাক্তার সাহেব মালিতে ওয়াকফে আরযির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন এয়াপোর্ট থেকে যাচ্ছিলাম তখন দূর থেকে খুব সুন্দর একটি মসজিদ এবং বিশাল বড় একটি ভবন দেখে আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কাদের মসজিদ? খুব সুন্দর মসজিদ বানিয়েছে তো! তখন ড্রাইভার বলল, এটি আহমদীদের মসজিদ আর আপনি ওখানেই তো যাচ্ছেন! অতএব যে-ই দেখে, সে-ই খুব প্রশংসা করে। অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা পূর্ণতা পেয়েছে। এখান থেকে স্থাপত্য বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন-এর সদস্যরা সেখানকার প্ল্যানিং করেছিল। যারা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা অবিরাম কৃপাবারি বর্ষণ করুন আর আগামীতে যে সকল প্রজেক্ট চলছে –তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক এবং আল্লাহ্ তা'লা আরও প্রজেক্ট পূর্ণ করার সৌভাগ্য দিন।আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে জামা'তকে যে আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য দিয়েছেন, সেই কুরবানীর ফলে এ সকল প্রজেক্ট পূর্ণতা পেয়েছে আর পাচ্ছেও বটে আর আগামীতেও পূর্ণতা পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল সদস্যের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি দান করতে থাকুন আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত দিন। এ দিক থেকে এই প্রজেক্টের কথা আমি বলতে পারি যে, কোন বিশেষ তাহরীক ছাড়াই তা সুসম্পন্ন হয়েছে। আর যেহেতু জামা'তের সাধারণ বাজেটও এই প্রজেক্টের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, তাই পৃথিবীর সকল জামা'তও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত, অতএব কে বেশি দিয়েছে আর কে কম দিয়েছে- সেই বাছবিচার নেই। আল্লাহ্ তা'লাসবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন আর ক্রমাগতভাবে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত প্রদান করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

জুমআর খুতবা

পৃথিবী এখন একমাত্র খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমেই একজাতি সত্তায় পরিণত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারে, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

যতদিন খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকবে, এর প্রতি অনুরাগের সম্পর্ক থাকবে, ততদিন ভয়ভীতির অবস্থাও শান্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের স্বস্তির উপকরণও সৃষ্টি করতে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ॥

খিলাফতের নির্দেশ মেনে চলাও তোমাদের জন্য আবশ্যক, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি।

জাতিগত ও আধ্যাত্মিক জীবন অব্যাহত রাখার জন্য মোমেনদেরকে তাদের আনুগত্যের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী।

বয়আত করার পর নিজেদের চিন্তাধারার সঠিক দিকে পরিচালিত করা এবং পূর্ণ আনুগত্যের নমুনা দেখানো আবশ্যক।

সাধারণ আনগত্য বলতে বোঝায় আল্লাহ্‌র অধিকার রক্ষা করা এবং যত্নসহকারে তাঁর ইবাদত করা।

চারিত্রিক গুণাবলী এমন উচ্চমানের হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়ে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৪ ই মে, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৪ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ○ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَىِٕنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۭ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۠ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـــًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ (سورۃ النور:52 تا 58)

(সূরা আন্ নূর: ৫২-৫৮)

এই আয়াতগুলো যা আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা নূরের আয়াত আর আয়াতে 'ইস্তেখলাফ', অর্থাৎ সেই আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের মাঝে খেলাফতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং বিভিন্ন আদেশ পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটি যদি হয়, তবেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতরূপী পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন আর শত্রুদেরকে তাদের ঘৃণ্য পরিণতির সম্মুখীন করবেন। এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো:

"নিশ্চয় মু'মিনদের উত্তর এটাই, যখন তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। বস্তুত এরাই হবে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য হয়। আর তারা আল্লাহ্‌র দৃঢ় কসম খায় যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ কর তাহলে তারা অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেয়ো না, (তোমাদের পক্ষ থেকে কেবল) যথোচিত আনুগত্য হওয়া চাই। তোমরা যা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তুমি বল, তোমরা আল্ল াহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এই রসূলের ওপর কেবল ততটুকু (দায়িত্ব বর্তাবে) যা তার অপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এর জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানোই কেবল রসূলের দায়িত্ব। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃ তকারী আখ্যায়িত হবে। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে (আমাদের) ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে তুমি কখনো মনে কর না। আর তাদের ঠাঁই হলো অগ্নি এবং তা অবশ্যই মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

অতএব প্রতিটি কথা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি হাজারো বার দাবি কর যে, তোমরা মু'মিন, ঈমান আনয়নকারী, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষা এবং বিপদাপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধের ওপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমল না করবে ততক্ষণ সফলতা অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সফলতা ও কৃতকার্যতা লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক। আমার প্রিয় খোদা আমার কোন কর্মের কারণে কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান, এই ভীতি হৃদয়ে লালন করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা আবশ্যকীয়। আর একইভাবে তাকওয়ার ওপরও প্রতিষ্ঠিতহওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পুণ্য এবং উত্তম চরিত্র আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মনে করে অবলম্বন করতে হবে, এমনটি হলে তবেই সফলতা অর্জন হবে আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাও লাভ হবে। আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিই সামনে আসবে যে, আনুগত্যের সেই মার্গ আমরা অর্জন করিনি যা প্রয়োজন ছিল। মানুষের ইচ্ছা বিরোধী কোন কথার আনুগত্য করলে তা-ও হয়ে থাকে অনিহার সাথে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের আদেশ যে এতবার এ আয়াতগুলোতে এসেছে তা মূলত খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় এসেছে যেন আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলছেন যে, খিলাফত ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ এবং নেযামের একটি অংশ। অতএব, খিলাফতের আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের একটি। বরং জাতিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমার আনুগত্য করলো, সে খোদা তা'লার আনুগত্য করলো। একইভাবে আমার আমীরের অবাধ্যতা মূলত আমার অবাধ্যতা আর আমার অবাধ্যতা করা খোদা তা'লার অবাধ্যতার নামান্তর।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস: ৭১৩৭)

তাই যুগ খলীফার আনুগত্য তো সাধারণ আমীরদের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আমরা সাহাবীদের (রা.) জীবনে কীভাবে প্রত্যক্ষ করি তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি:

এক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয় কিন্তু হযরত উমর (রা.) কোন কারণে তাকে সরিয়ে দেন আর একান্ত

যুগ ইমামের বাণী

"তোমাদের আদর্শ সেই সমস্ত মানুষ যাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন ব্যবসা ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

যুদ্ধ চলাকালে তাকে পরিবর্তন করা হয়। যাহোক, এই পরিস্থিতিতে যুগ খলীফার নির্দেশ আসে যে, এখন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন হযরত আবু উবায়দা (রা.), তার কাছে যেন দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটি ভেবে তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন নি যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) খুবই সুচারুরূপে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, আপনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন কেননা এটি যুগ-খলীফার নির্দেশ এবং আমি কোন ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়াই বা মনে কোন ধরনের ধারণার স্থান না দিয়ে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আপনার অধীনে আপনি যেভাবে বলবেন কাজ করবো।

(তারিখ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭, প্রকাশনা: দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৮৭ সাল)

অতএব, এটি হলো আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা যা একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এমন নয় যে, কোন সিদ্ধান্ত তার বিপক্ষে গেলে অভিযোগ করা আরম্ভ করে দিবে। কোন কর্মকর্তাকে সরিয়ে অন্যকে নিযুক্ত করা হলে কাজ করা ছেড়ে দিবে। যে এমনটি করে তার মাঝে আনুগত্যও নেই এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয়ও নেই আর তাকওয়াও নেই।

সম্প্রতি আমি অবগত হয়েছি, কোন কোন প্রেসিডেন্ট বা সদর এমন আছেন যারা (নতুন নীতিমালা অনুযায়ী) জুন মাসে নিজেদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন যে, এখন আমরা আর কেন কাজ করবো? তারা কি শুধু স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা থাকার জন্যই কাজ করতো? যে দায়িত্ব মে-জুন মাসে তাদের পালন করার কথা তারা এতে মনোযোগ দিচ্ছে না। প্রথমত এমন চিন্তাধারা ধর্মীয় কাজে খেয়ানতের নামান্তর। দ্বিতীয়ত এটি বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা এবং নিজেদেরকে খিলাফতের আনুগত্যের গণ্ডির বাহিরে বের করে দেয়ার নামান্তর। যেহেতু এখন যুগ-খলীফা এই নীতিমালাকে অনুমোদন করেছেন যে, সদর বা প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ছয় বছর হবে তাই আমরাও এখন পুরো মন দিয়ে কাজ করবো না। অতএব এমন লোকদের তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত এবং খোদাকে ভয় করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার এই বিষয়কে সামনে রেখে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে তা মনঃপূত হোক বা না হোক।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আহকাম, হাদীস: ৭১৯৯)

এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে কোন যুক্তিও থাকবে না আর কোন ওযর-আপত্তিও থাকবে না। আর যে ব্যক্তি যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করে মৃত্যু বরণ করেছে সে অজ্ঞতা এবং ভ্রষ্টতায় মৃত্যু বরণ করেছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ, হাদীস: ১৮৫১)

সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা যুগ-ইমামের হাতে বয়আত করেছি এবং এমন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হই নি যারা যুগ-ইমামের অস্বীকারকারী। কিন্তু মানার পরও আমাদের আমল বা কর্ম যদি অজ্ঞতাপূর্ণ থেকে যায় তাহলে কার্যত এটি নিজেকে এই বয়আতের শৃঙখল থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার নামান্তর হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের গণ্ডি থেকেও বেরিয়ে যাওয়া হবে।

অতএব বয়আত করার পর নিজেদের চিন্তাধারার প্রবাহ সঠিক দিকে রাখা এবং পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। যুগ-ইমাম তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণকারীদের মান সম্পর্কে কী বলেছেন? একস্থানে তিনি বলেন, আমাদের জামা'তে কেবল সে-ই অন্তর্ভুক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজেদের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে এবং নিজের দৃঢ়সংকল্প ও চেষ্টা অনুযায়ী যথাসাধ্য এতে আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল নাম লেখায় কিন্তু শিক্ষানুযায়ী আমল করে না সেক্ষেত্রে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'ত বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কোন ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধু নাম লিখিয়ে জামাতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না। অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থা যদি এই শিক্ষানুযায়ী না হয় তাহলে কেবল নাম লিখিয়ে জামাতে অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমার দৃষ্টিতে তারা জামা'তের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বলেন, তাই যথাসাধ্য নিজেদের কর্মকে সেই শিক্ষার অধীন কর যা তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

এবং সেই শিক্ষা হলো- তিনি বলেছেন,"কোন বিশৃঙ্খলামূলক কথা বলো না, দুষ্কর্ম করো না, গালি শুনে ধৈর্য ধারণ কর, কারো সাথে বিবাদ করো না। অর্থাৎ অযথা ও অনর্থক বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করো না। অর্থাৎ এমন কথায় বাড়াবাড়ি করো না যে, অমুক এখন পদধারী হয়ে গেছে তাই আমি আনুগত্য করবো না বা আমাকে অপসারণ করা হয়েছে তাই আমি আনুগত্য করবো না। তিনি বলেন, যে বিতণ্ডা করবে তার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ কর, সাধারণ বিষয়াবলীতেও, নিত্যদিনের বিভিন্ন বিষয়েও এবং ঝগড়া-বিবাদেও। অযথা বা নিরর্থক বিষয়াবলীতে কোন বিতণ্ডা হলেও উপেক্ষা কর, কেবল উপেক্ষাই করো না বরং সদাচরণ কর। তিনি বলেন, মিষ্টি কথা বলার উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাও , ভদ্রতার সাথে কথা বল, নম্রভাষা ব্যবহার কর এবং এর উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাও। বিশুদ্ধচিত্তে প্রত্যেক নির্দেশের আনুগত্য কর যেন খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং শত্রুও যেন অবগত হয় যে, বয়আত করার পর সে আর আগের মতো নেই। মামলা-মোকদ্দমায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। এই জামা'তে প্রবেশকারীদের উচিত, পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও সর্বান্তঃকরণে সততা অবলম্বন করা।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১৩)

এরপর আল্লাহ তা'লা বলেন, এরা বড় কসম খায় যে, যদি তুমি নির্দেশ দাও তাহ লে আমরা এই করবো সেই করবো, কিন্তু যখন তুমি তাদেরকে নির্দেশ দাও তখন তারা তা মেনে চলে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা এত বেশি কসম খেয়ো না এবং বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিও না। যদি 'মা'রুফ' আনুগত্য করো অর্থাৎ এমন আনুগত্য যাকে সর্বসাধারণ্যে আনুগত্য বলে মনে করা হয়, তাহলে আমরা বুঝবো, তুমি নির্দেশ মান্য ক রেছ, অন্যথায় কেবল মৌখিক দাবিই রয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তোমাদের মনের অবস্থাও তিনি জানেন। অতএব, সাধারণ আনুগত্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় কর, তাঁর ইবাদতও সুচারুরূপে কর। রমজানের এ দিনগুলোতে যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে এটিকে ধরে রাখ এবং প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্ তা'লার নি র্দেশের ওপর আমল করে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান কর এবং যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন আর যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি, সব ধরনের নৈরাজ্য থেকে দূরে থাক, সব ধরনের অপকর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে আত্মরক্ষা কর। নিজের চরিত্র উন্নত কর, এমন উন্নত চরিত্র যার মাধ্যমে আহমদী এবং অ-আহমদীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। মোটকথা, সব ধরনের পুণ্যকর্ম করা আবশ্যক আর এটিই মা'রুফ আনুগত্য, আল্লাহ্ তা'লা এরই নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এ বিষয়েরই আদেশ দিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও জামা'তের সদস্যদের কাছে এ আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন এবং এ নির্দেশই দি য়েছেন। আহমদীয়া খিলাফতও এসব কাজ করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। বিগত ১১১ বছর ধরে খিলাফতের পক্ষ থেকে এ দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। আর একইভাবে, কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়েই নয় বরং প্রশাসনিক বিষয়াদিতেও পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যেমনটি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ দেখিয়েছেন। আর এ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেয়ো না যে, এটি মা'রুফ আদেশের গণ্ডিভুক্ত কি না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশ-পরিপন্থি ে কান নির্দে শ হয় তাহলে তা অবশ্যই গয়ের মা'রুফ বা অসঙ্গত। অতএব আমরা আমাদের আহাদনামায় যে বলে থাকি, যুগ খলীফা যে মা'রুফ সিদ্ধান্ত দিবেন, তা মেনে চলা আবশ্যক মনে করব- এ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি মা'রুফ সিদ্ধান্তের মনগড়া ব্যাখ্যা করা যেন আরম্ভ না করে, অর্থাৎ (এ কথা বলা যে) এটি মা'রুফ ফয়সালা আর এটি নয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এ কথা বলে নি যে, একান্ত যুদ্ধ চলাকলে যখন দু'পক্ষ মুখোমুখি আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের রণকৌশলও ছিল উন্নত অধিকন্তু মুসলমানরা লাভবানও হচ্ছিল, তখন হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ যখন আসলো (তখন তিনি বলেন নি যে,) এই আদেশ গয়ের মা'রুফ। না বরং তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে আবু উবায়দার নেতৃত্বে একজন সাধারন কমাণ্ডার বা সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করাকেই আশিস জ্ঞান করেছেন। যারা মা'রুফ আর গয়ের মা'রুফের বিতর্কে বা চক্করে পড়ে যায়- এমন লোকদের সম্পর্কে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেছিলেন,

'মা'রুফ সিদ্ধান্তের আনুগত্য' সংক্রান্ত বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে আরো একটি ভ্রান্তি রয়েছে আর তা হলো, যেসব কাজকে আমরা মা'রুফ মনে করি না সেসবের এতায়াত করা উচিত নয়। মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, আমাদের কাছে যে বিষয় মা'রুফ মনে হয় না আমরা সে বিষয়ে আনুগত্য করব না। তিনি (রা.) বলেন, এই শব্দটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

জন্যও ব্যবহার হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে, وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ আর মা'রুফ বিষয়ে তারা তোমার অবাধ্য হবে না । হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, তারা কি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরও দোষত্রুটির কোন তালিকা প্রণয়ন করেছে? নাঊযুবিল্লাহ্ তাঁর (সা.) দুর্বলতা বা দোষত্রুটির কোন তালিকা বানিয়ে রেখেছে কি? অর্থাৎ এমন কোন তালিকা বানিয়েছে কি যার দ্বারা এটি বুঝা যাবে যে, মহানবী (সা.)-এর এই আদেশ মা'রুফ আর এগুলো নাঊযুবিল্লাহ্ গয়ের মা'রুফ? তিনি (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বয়আতের শর্তাবলীতে মা'রুফ

(অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত) বিষয়ে আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর মাঝে এক রহস্য বিদ্যমান।" (হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫-৭৬)

আর এই রহস্য হলো, নবী ও খলীফারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসারেই আদেশ দিয়ে থাকেন। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এই শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এ নবী সেসব বিষয়ের আদেশ দেন যা বিবেক-পরিপন্থি নয় আর সেসব বিষয়ে বারণ করেন যা করতে বিবেকও বারণ করে। আর পবিত্র জিনিসকে হালাল তথা বৈধ আখ্যা দেন এবং অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ আখ্যা দেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাতলে দিয়েছেন। সকল আদেশ-নিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তারাই মুক্তি পাবে, যারা এ বিষয়গুলোর ওপর আমল করবে তারাই মুক্তি পাবে। তাই সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, খিলাফতের পক্ষ থেকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্যে শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী আদেশ দেয়া হয়ে থাকে আর দেয়া হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, যদি আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েত লাভ করবে, এছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যকারী আর পুণ্যকর্মশীলদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কেবল তারাই পুণ্যকর্মশীল নয় যারা ইবাদতের প্রতি মনোযাগী আর নিজেদের ইবাদত কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই করে থাকে আর প্রত্যেক প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকে, কেবল বাহ্যিক শিরক নয় বরং জাগতিক কামনাবাসনা আর এর পেছনে পড়ে ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে এগুলো অনেক বড় পুণ্য কিন্তু পাশাপাশি আনুগত্য করাও অতি আবশ্যক।

অতএব খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তার কল্যাণ থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণ লাভ করতে হলে কেবল নিজের ইবাদতের সুরক্ষা করাই আবশ্যক নয়, বরং জাগতিক কামনাবাসনার শিরক থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক আর যুগ-খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করাও আবশ্যক, অন্যথায় নাফরমান তথা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রকৃত অর্থে তারা বয়আত থেকে বেরিয়ে যাবে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনদের জামা'ত, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্তদের জামা'ত ও নামায কায়েমকারী জামা'ত হয়ে থাকে। নামায কায়েম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হয়ে থাকে। তারা মসজিদ আবাদকারী, যাকাত প্রদানকারী, নিজেদের সম্পদ পরিশুদ্ধকারী আর খোদা, তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের জন্য আর্থিক কুরবানীকারী এবং যথাসাধ্য মহানবী (সা.) এর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর সুন্নতকে কর্মেরূপায়নকারী হয়ে থাকে। যদি অবস্থা এটি হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের অবস্থার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যখন স্বীয় রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যতের চাদরে আমাদেরকে আবৃত করবে তখন শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ছুড়ে মারা হবে, তারা নিকৃষ্টতম পরিণতির সম্মুখীন হবে, ইনশাআল্লাহ্। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, আমাদের মাঝে আনুগত্যের উপাদান কতটুকু রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ আমরা কতটুকু মেনে চলছি, আমরা আমাদের ইবাদতকে কতটা সুসজ্জিত ও সুন্দর করছি, সুন্নতের ওপর আমরা কতটা চলার চেষ্টা করছি এবং আমাদের আনুগত্যের মান কেমন? এসব বিষয় আমাদের নিজেদেরকেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে কিছু কথা বলব যা তিনি বিভিন্ন সময় বলেছেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর জামা'তকে কীভাবে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে যা সবাইকে অস্থির করে তুলছিল আর পরে খিলাফত কীভাবে সেখানে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে এনেছে। যারা পরবর্তীতে লাহোরী বা গয়ের মুবায়ি (বয়আত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী) আখ্যায়িত হয়, তাদের প্রাথমিক আচরণ কেমন ছিল এবং দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের পর আচরণ কী হয়েছিল অর্থাৎ প্রথমে তাদের ধ্যানধারণা কেমন ছিল আর পরে কী হয়েছে, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর মৃত্যুর পর শত্রু কতটা আনন্দিত ছিল কিন্তু হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর কতটা হতাশা ব্যক্ত করেছিল আর এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর আহমদী বিরোধীদের হৃদয়ে আরেকটি আশা জাগে যে, এখন জামা'ত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের জামা'তকে কীভাবে সামলে নিয়েছেন এবং কীভাবে ভীতিকর অবস্থার পর শান্তি ও স্বস্তির অবস্থায় বদলে দিয়েছেন (তা স্পষ্ট হয়)? এই কয়েকটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে রাখছি যা যুবক ও স্বল্প জ্ঞানীদের ঈমানী দৃঢ়তার জন্যও আবশ্যক আর এ জন্যও আবশ্যক যে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ইতিহাসের জ্ঞান থাকা চাই।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময় মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের সময় আমাদেরও একই অবস্থা ছিল। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুকালেও জামা'তের লোকদের মানসিক অবস্থা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর সময় সাহাবীদের ছিল। যেমন আমরা সবাই এটিই মনে করতাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখনো মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। যার ফলে কখনো এক মিনিটের জন্যেও আমাদের হৃদয়ে এ ধারণা জাগেনি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কী হবে? তিনি বলেন, তখন আমি শিশু ছিলাম না বরং যৌবনে পদার্পন করেছিলাম। আমি প্রবন্ধ লিখতাম এবং একটি পত্রিকার সম্পাদকও ছিলাম। কিন্তু আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, কখনো এক মিনিট বরং এক সেকেন্ডের জন্যও আমার মনে হয় নি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৃত্যুবরণ করবেন। যদিও শেষ বছরগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি লাগাতার এমন সব এলহাম হয় যাতে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ থাকত। শেষ দিনগুলোতে তো এর আধিক্য আরো বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এর প্রতি এমন এলহাম হওয়া সত্ত্বেও আর কিছু এলহাম ও কাশফে তাঁর মৃত্যুর সন, তারিখ ইত্যাদির কথাও নির্দিষ্ট ছিল এবং আল্-ওসীয়্যত পুস্তকে পড়া সত্ত্বেও আমরা মনে করতাম এসব বিষয় হয়তো আজ থেকে দুই শত বছর পর পূর্ণ হবে। এজন্য এবিষয়টি মনের জানালায় একবারও উঁকি মারতো না যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর কী হবে? যেহেতু আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা মনে করতাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে মৃত্যুবরণ করতেই পারেন না তাই বাস্তবে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে যায় তখন আমাদের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, তিনি মারা গেছেন। তাই তিনি (রা.) লিখেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দিয়ে যখন কাফন পরানো হয় তখন যেহেতু এমন অবস্থায় অনেক সময় বাতাসের ঝাপটায় কাপড় নড়ে যায় বা অনেক সময় গোঁফ, চুল ইত্যাদি নড়ে উঠে তাই কতক বন্ধু দৌড়ে এসে বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো জীবিত, আমরা তাঁর কাপড় নড়তে দেখেছি বা গোঁফ নড়তে দেখেছি এবং কেউ কেউ বলতো, আমরা কাফন নড়তে দেখেছি।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র লাশ কাদিয়ানে নিয়ে এসে বাগানের একটি ঘরে রেখে দেয়া হয়। এটি খুব সম্ভব ৮ বা ৯টার সময় হবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সবার এ অবস্থা ছিলএ ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, ৮টা বা ৯টা বাজে যখন তাঁর (আ.) পবিত্র লাশ কাদিয়ানে পৌঁছে। তখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব বাগানে আসেন আর আমাকে পৃথ ক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কিছু চিন্তা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কী হবে? আমি বলি, কিছু তো হওয়া উচিত, কিন্তু কী হবে সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তিনি বলেন, আমার মতে আমাদের সবার হযরত মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নেয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও তখন বয়সের দিক থেকে

জ্ঞানের পরিধি কিছুটা কম থাকায় আমি বলি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো কোথাও একথা লিখেন নি যে, তাঁর পর অন্য কারো হাতে বয়আত করতে হবে, তাই হযরত মৌলভী সাহেবের হাতে আমরা কেন বয়আত করব? তিনি লিখেন, যদিও আল্-ওসীয়্যত পুস্তকে একথার উল্লেখ ছিল কিন্তু তখন আমার

ইমামের বাণী

" ইসলাম প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করে যা মানুষের পাপময় জীবনের উপর মৃত্য নিয়ে আসে "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

চিন্তা সেদিকে যায়-ই নি। তিনি আরো লিখেন, একথা প্রসঙ্গে তিনি আমার সাথে বিতর্ক শুরু করে দেন এবং বলেন, এখন যদি একজনের হাতে বয়আত করা না হয় তাহলে আমাদের জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, রসূলে করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পরও এটিই হয়েছিল অর্থাৎ, জাতির লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নিয়েছিল। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তখন খাজা সাহেব বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর জাতির লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং তাঁকে খলীফা মনোনীত করেছিলেন।খাজা সাহেব আরো বলেন, এজন্য এখন আমাদের একজনের হাতে বয়আত করে নেয়া উচিত আর এই পদের জন্য হযরত মৌলভী সাহেবের চেয়ে বড় আমাদের জামা'তে আর কেউ নেই। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, খাজা সাহেব বলেন যে, মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবেরও একই মত ছিল। তিনিও বলেন, জামা'তের সবার মৌলভী সাহেবের হাতে বয়আত করা উচিত।তিনি (রা.) বলেন, অবশেষে জামা'তের সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আপনি মানুষের বয়আত নিন। তখন সবাই বাগানে সমবেত হয় আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একটি বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমার ইমাম সাজার কোন বাসনা নেই। আমি চাই অন্য কারো হাতে বয়আত করা হোক। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমার নাম নেন, অতঃপর আমাদের নানাজান মীর নাসের নবাব সাহেবের নাম উচ্চারণ করেন, তারপর আমাদের ভগ্নিপতি নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নাম নেন, একইভাবে আরো কতিপয় বন্ধুর নাম নেন। কিন্তু আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নিবেদন করি যে, খিলাফতের মসনদে বসার যোগ্য একমাত্র আপনিই। অতএব সবাই তাঁর কাছে বয়আত করে।"

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৮৯-৪৯১ থেকে সংকলিত)

বরং কোন কোনরেওয়ায়েত অনুযায়ী খাজা সাহেব এই ঘোষণাপত্রও ছাপিয়েছিলেন যে, আল্-ওসীয়্যত পুস্তক অনুযায়ী আমাদের একজন অবশ্য অনুসরণীয় খলীফা নির্বাচন করা উচিত এবং এর জন্য তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর নাম উপস্থাপন করেছিলেন। যাহোক প্রথমে এটি মানুষের একটি ধারণা ছিল, হতে পারে, পরিস্থিতির কারণে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ধারণা হয়ে থাকবে। তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়আত করলেও তাদের হৃদয়ে খিলাফতের আনুগত্যের যে সত্যিকার প্রেরণা থাকা উচিত তা ছিল না, বরং তাদের হৃদয়ের চিত্র ছিল ভিন্ন। এজন্যই তারা এই অপকৌশলএবং চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, কীভাবে আঞ্জুমানকে খিলাফতের ওপর অগ্রগণ্য করা যায়, যেন আঞ্জুমানের মাধ্যমে পুরো কর্তৃত্বকুক্ষিগত করতে পারে, এটিও ছিল এই নেত্রীস্থানীয়দের বাসনা। তাদের এই বাসনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

তখন তার অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়াতের পর পনের বা বিশ দিনই অতিবাহিত হয়ে থাকবে; একদিন মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন আর বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কখনো এ কথা চিন্তা করে দেখেছেন যে, আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে? আমি বললাম, এখন আর এতে প্রণিধানের কী আছে? আমরা তো ইতোমধ্যে হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে বয়আত করে নিয়েছি। তিনি বলেন, এটি তো হলো পীরী-মুরীদির বিষয়, প্রশ্ন হলো এই জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে। আমি বললাম, আমার কাছে তো এখন এই কথা প্রণিধানেরই যোগ্য নয়। কেননা যখন আমরা এক ব্যক্তির কাছে বয়আত করেছি তখন তিনিই এটি ভালো বুঝবেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের তাতে নাক গলানোর কী প্রয়োজন? এতে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেও বলতে থাকেন যে, এই বিষয়টি প্রণিধানের যোগ্য।

(খিলাফতে রাশেদা, পৃ: ৪৮-৫০, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৯১)

আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। অতএব এটি থেকে তাদের হৃদয়ের চিত্র কী তা বুঝা যায়; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর হাতে বয়আতও কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়েছিল, আন্তরিকভাবে তা করা হয় নি। তাই তাদের হৃদয়ের স্বস্তি ও শান্তি বজায় থাকে নি। খিলাফত এবং বয়আতের সাথে নিরাপত্তার অবস্থা সৃষ্টি করার আল্লাহ্ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি। তারা এতায়াত বা পূর্ণ আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত থাকতে চায় নি। আর এই ঐশী জামা'তকেও জাগতিক ব্যবস্থাপনার মতো পরিচালনা করতে চাচ্ছিল। আর তারা এর ফলাফলও দেখেছে যে, এখন তারা নামেমাত্র কয়েকজন বা গুটি কতক রয়ে গেছে, বা কোন স্থানে কয়েক শত হবে হয়ত। আর প্রকৃত অর্থে বলা উচিত যে, তাদের সাথে এখন কেবল গুটি কতক সদস্যই তাদের বানানো এই ব্যবস্থাপনারঅনুসারী হিসেবে রয়ে গেছে। অথচ এর বিপরীতে খিলাফতের ছায়ায়যে জামা'ত রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পৃথিবীর ২১২ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে শত্রুরা জামা'তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী বলতো- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মোটের ওপর এটিই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এখন এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আর শত্রুরা আনন্দিত ছিল যে, এখন চাঁদা আসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং জামা'তের উন্ন তি থেমে যাবে, কেননা মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য চাঁদা দিত। কিন্তু এক দুই বছর পর মানুষ যখন দেখে যে, জামা'ত সদস্যসংখ্যার দিক থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে, কুরবানীর দিক থেকেও অগ্রসর হয়েছে, আর ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও উন্নতি করেছে, তখন তারা এই নতুন কথা বানিয়ে নেয় যে, আসলে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব জামা'তের অনেক বড় একজন আলেম, আর জামা'তের সকল প্রকার উন্নতির কারণ তিনিই, এমনকি মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দশাতেও সকল কাজ তিনিই করতেন, যদিও বাহ্যত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরই নাম হতো। তিনি বলেন, বরং বাহ্যিক বিষয়াদিকে অধিক গুরুত্ব প্রদানকারী অনেক মোল্লা প্রকৃতির লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগেও এ কথাই বলতো যে, এই জামা'তকে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবই পরিচালনা করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর যখন তারা দেখে যে, মৌলভী সাহেবের যুগে জামা'ত পূর্বের চেয়ে অধিক উন্নতি করছে তখন মৌলভীদের যে ভিন্ন দল ছিল তারা নিজেরাই নিজেদের কথা সম্পূর্ণভা বে বদলে দেয় এবং আনন্দিত হয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, আমরা কি পূর্বেই বলি নি যে, সকল কাজ মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবই করছেন? তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পরও কোন পার্থক্য আসে নি আর হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেবের কারণেই জামা'ত টিকে আছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২১, পৃ: ৪১৩ থেকে সংকলিত)

এরপর এ প্রসঙ্গে এক মৌলভীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, গুজরাতের বন্ধুরা আমাকে শুনিয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মারা যান তখন এক আহলে হাদীস মৌলভী আমাদেরকে বলে যে, এখন তোমরা ধরা পড়েছ, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন যে, নবুয়্যতের পর খিলাফত হয়ে থাকে। তোমরা যে বল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী, তা সে শরীয়ত বিহীন নবীই হোক না কেন, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে নবুয়্যত লাভ করেছেন, কিন্তু নবুয়্যতই নাম দিয়ে থাক, আর নবুয়্যতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ে তামাদের মধ্যে এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তাই তোমরা খিলাফতের দিকে যাবে না। সেই বন্ধু বলেন, পরের দিন তারবার্তা আসে, সে যুগে তারা বার্তা আদান-প্রদান হতো। ডাকঘরের মাধ্যমে তারবার্ত া প্রেরণকরা হতো। বর্তমানে তো এক সেকেন্ডে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ ভাইরাল হয়ে যায়, কিন্তু সে যুগে তারবার্তার ব্যবস্থা ছিল, আর তা-ও অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পৌঁছতো। যাহোক, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন তারবার্তা আসে যে, হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবের হাতে জামা'ত বয়আত করেছে আর তাঁকে নিজেদের খলীফা মনোনীত করেছে। আহমদীরা যখন (একথা) সেই মৌলভীকে বলে তখন সে বলতে আরম্ভ করে যে, নূরউদ্দীন তো অনেক শিক্ষিত মানুষ, এজন্য সে জামা'তের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে। তার পরে যদি খিলাফত বহাল থাকে তাহলে দেখা যাবে। তিনি (রা.) বলেন, এরপর যখন খলীফা আউয়াল (রা.)ইন্তেকাল করেন তখন বলতে আরম্ভ করে যে, তখনকার কথা ভিন্ন এখন কেউ খলীফা মনোনীত হলে দেখা যাবে। বন্ধুরা বলেন যে,পরের দিন তারবার্তা পৌঁছে যায় যে, জামা'তের সদস্যরা আমার হাতে বয়আত করে নিয়েছে; একথা শুনে (সেই মৌলভী) বলতে আরম্ভ করে যে, তোমরা তো বড়ই আজব মানুষ! তোমাদের কিছুই বোঝা যায় না।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ:-২৪২ থেকে সংকলিত)

কিন্তু তারপরও মানে নি। কাজেই এখনও একথাই বলে আর এ কারণেই হিংসার আগুনে তারা অনবরত জ্বল ছে। যেমনটি আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি, পঞ্চম খলীফার নির্ব াচনের সময় এক মৌলভী সাহেব বলতে আরম্ভ করে যে, সব দৃশ্য আমি দেখেছি। মনে হচ্ছে খোদা তা'লার ব্যবহারিক সমর্থন তোমাদের সাথে রয়েছে, কিন্তু এই নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও মানার পরিবর্তে ক্রমশ হিংসা, বিরোধিতা এবং বিদ্বেষে বেড়ে চলছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত জামা'তকে উন্নতি দিচ্ছেন, বিশ্বজুড়ে জামা'ত বিস্তার লাভ করছেআর দূরদূরান্তের দেশগুলোতে বসেও লোকেরা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে আর একে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে চলছে।

খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা পথনির্দেশনাও দেন আর এই খিলাফতের দিকে নিয়েও আসেন। কীভাবে নিয়ে আসেন এর ২/১টি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করছি। যেমনটি মৌলভী বলেছিল, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তোমাদের সাথে রয়েছে, এটি এজন্য যে, আমরা হলাম মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস, আর আমরাই আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার শিক্ষা জগৎময় ছড়িয়ে দিচ্ছি। দূর-দূরান্তের একটি দেশ হলো, গিনি বাসাউ। সেখানকার একজন বয়োবৃদ্ধা মহিলা বলেন, "একদিন আমি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 4 July, 2019 Issue No.27

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

স্বপ্নে দেখি যে, আমাদের মিশনারী তাকে একটি পুস্তক দিচ্ছেন আর বলছেন, এই পুস্তকের মধ্যেই তোমার মুক্তি নিহিত। তিনি বলেন, স্বপ্নের ভেতরেই আমি যখন পুস্তকটি খুলি তখন এর ভেতর একটি ছবিও ছিল। আমি মিশনারীকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? উত্তরে তিনি বলেন, ইনি খলীফাতুল মসীহ্, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এখন মনোনীত করেছেন। মহিলা বলেন, পরেরদিন তিনি আমাদের মিশনারীর কাছে আসেন। আমাদের মিশনারী তাকে বলেন, আপনার স্বপ্ন কোন ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। তখন সেই মহিলা বলতে আরম্ভ করেন যে, 'খোদার কসম! আজ থেকে আমি আহমদী'। আর সত্যিকার অর্থেই আহমদী দের খলীফা খোদার বানানো। এই খিলাফত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সূচীত। অতএব তখনই তিনি বয়আত করেন আর বয়আত করার পর জামা'তের সব অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে চাঁদাও প্রদান করেন, এছাড়া নির্ভীকভাবে তবলীগও করছেন আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কীভাবে তাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন লোকদেরকে তা বলে বেড়াচ্ছেন।

অনুরূপভাবে একজন মিশরীয় বন্ধু রয়েছেন, তিনি বলেন, আমি চরম নোংরামিতে লিপ্ত ছিলাম, ঝগড়াটে স্বভাবের ছিলাম, এম.টি.এ.তে আপনার খুতবা দেখে ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মে এরপর আমি অঙ্গীকার করি যে, আমি আহমদী হয়ে যাবো। কেননা, এই খিলাফতই আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দেশে লোকদেরকে পথনির্দেশনা দি চ্ছেন এসংক্রান্ত আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ক্যামেরুনের মারওয়া শহর সম্পর্কে মিশনারী ইনচার্জ সাহেব বলেন যে, লোকেরা এম.টি.এ. দেখে আর যখন থেকে এম.টি.এ. আফ্রিকার যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, ব্যাপক হারেমানুষ (এম.টি.এ.) দেখছে আর সেখানে বিশেষভাবে খুতবাগুলো অবশ্যই শুনে আর খুতবা শোনার পর তাদের মাঝে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে আর জামা'তের প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যারা আহমদী তাদের ঈমানও দৃঢ়তর হচ্ছে। এছাড়া তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা হলো খিলাফতের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখা, সম্পৃক্ত করা আর পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা। যাহোক, খিলাফতের সাথে এই যে সম্পর্ক এবং ভালোবাসা এটি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সৃষ্ট। আর যতদিন আহমদীয়া খিলাফতের সাথে এরূপ ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে ভয়-ভীতির অবস্থাও শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হতে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য প্রবোধ বা সান্ত্বনার উপকরণও সৃষ্টি করতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্।

আমি যখন বিভিন্ন স্থানে সফরে যাই লোকেরা বলে, এছাড়া অনেক চিঠি-পত্রও আসে, যাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার তৌফিক দান করেছেন আর কীভাবে তাদের এমন অবস্থার মুখে নিরাপত্তা দিয়েছেন যেঅবস্থায় তারা চরম অস্থিরতায়ছিল (সেসংবাদ থাকে)। অতএব যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা আর তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর ওপর আমল কর তে থাকবে, নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করবে, আত্মশুদ্ধি এবং কর্মের সংশোধন করতে থাকবে, আনুগত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তারা আল্লাহ্তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। অতএব আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমেই এখন বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হওয়ার দৃশ্যও দেখতে পারবে, একে বাদ দিয়ে নয়। কাজেই এ লক্ষ্য অর্জন এবং স্থায়ীভাবে ঐশী কৃপারাজিলাভ করার জন্য জামা'তের সদস্যদের এবং আমাদের সবার সর্বদা দোয়া করতে থাকা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা এই কল্যাণকে আমাদের মাঝে চির প্রবহমান রাখেন। দোয়া এবং আল্লাহ্র কৃপাবলে গোটা বিশ্বকে যাতে আমরা মুসলমান বানাতে পারি, এক উম্মতে পরিণত করতে সক্ষম হই আর মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আনতে সক্ষম হই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

যুগ খলীফার বাণী

"আমরা প্রকৃত আহমদী তখনই হতে পারব যখন অস্থায়ী ও জাগতিক কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-উপভোগকে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিণত করব না।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

গত খুতবায়, যা এখানে মসজিদ উদ্বোধনের খুতবা ছিল, একটি কথা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।এই মসজিদের যখন ভিত্তি রাখা হয়েছিল,তখন সফরের কারণে, আমি সম্ভবত কানাডা সফরে ছিলাম, সম্ভবত নয় বরং কানাডা সফরে ছিলাম বা যাচ্ছিলাম, তারা যে তারিখ নির্ধারণ করে তা আমার সফরে যাওয়ার পরের তারিখ ছিল। যাহোক তারা আমাকে দিয়ে ইটে দোয়া করিয়ে নিয়েছিল, আর ১০ই অক্টোবর ২০১৬ সনে দোয়ার সাথে এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছিলেন শ্রদ্ধেয় মরহুম ওসমান চিনি সাহেব। আর এই মসজিদের ভিত্তি রাখার সাথেই এই পুরো প্রজেক্টের নির্মাণ কাজও আরম্ভ হয়েছিল। কাজেই এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছেন শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেব। উনি (ভিত্তি) রেখেছেন আর এভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্র কৃপায় চীনা জাতিরও এতে অংশ রয়েছে আর এজন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন চীনেও দ্রুত ইসলামকে প্রসারের তৌফিক দান করেন। শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেবের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল আর সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যেন কোনভাবে চীনে আহমদীয়াত এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছে যায়। আমাদের যেখানে তার পদমর্য াদা উন্নীত হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে চীনেও এবং বিশ্বের সকল দেশে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বিস্তারের জন্য অনেক দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা (আমাদেরকে) এর তৌফিক দান করুন। (আমীন) **********

২ এর পাতার পর.....

এর দিকে যায়। আধ্যত্মিক পিতা সেই মূল উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। সে তাকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যের দিকে সে তাকে নিয়ে যায়। কোন পিতা কি পছন্দ করবে যে, তার ছেলে নিজের পিতার দুর্নাম বয়ে আনুক, পতিতালয়ে গমন, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি নানান কুকর্মে লিপ্ত হোক যা তার পিতার দুর্নামের কারণ হবে? যদি কোন পিতা তার ছেলের মধ্যে এই সব অসৎ গুণাবলী দেখতে অপছন্দ করে- আমি জানি কোনও ব্যক্তিই এই কাজগুলিকে পছন্দ করবে না, কিন্তু যখন সেই অযোগ্য পুত্র এমনটি করে, সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ থাকতে পারে না। (যদি কোন পুত্র এমন কাজ করে আর মানুষ এ সম্পর্কে জেনে যায় তবে তুমি মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারবে না) তারা পিতা ও পুত্র উভয়ের মধ্যেই দোষত্রুটি বের করবে। পিতারও দুর্নাম গাইবে। লোকেরা তার পিতার সম্পর্ক ধরে বলবে, অমুক ব্যক্তির ছেলে অমুক কুকর্ম করে। তাই সেই অযোগ্য পুত্র নিজেই পিতার দুর্নামের কারণ হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও সেই জামাতের সম্মান ও মহত্ত্বের পরোয়া করে না, তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন যে আল্লাহ্র নিকট শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সে তখন আল্লাহ্র শাস্তির আওতায় এসে পড়বে। সে কেবল নিজেকেই ধ্বংসের মুখে ফেলে না, বরং অন্যদের জন্য খারাপ নমুনা হয়ে তাদেরকেও সৌভাগ্য ও হেদায়তের পথ থেকে বঞ্চিত রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, একথা স্মরণ রাখুন যে, তাকওয়া যে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আমাদেরকে নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করতে হবে। অন্তরসমূহকে পবিত্র করে নিজেদের ব্যবহারিক নমুনা দ্বারা পরিবেশের মানুষকে ইসলামের গুণাবলী সম্পর্কে অবগত করতে হবে আর নিজেদের পরিবারের পরিবেশকে পবিত্র করতে হবে। নিজেদের চরিত্র ও আচরণকে উন্নত করতে হবে। কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেওয়ার উপকরণ করতে হবে আর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমরা যেন প্রত্যেক আল্লাহ্ তা'লা ও হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর বয়াতকে সার্থক করে তুলি। আমরা যেন কখনও সেই সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত না হয় যারা বা আমাদের দিকে মানুষ যেন আঙুল না তোলে যে, আহমদী হয়েও আহমদীয়াতের দুর্নাম বয়ে আনছে বা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুনাম হানি করছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন এবং সেই সকল দোয়ার অংশীদার করুন যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জন্য করেছেন।

ভুল সংশোধন

১৩ই জুন, ২০১৯- সংখ্যার ১১ নম্বর পৃষ্ঠার শিরোনামে **'হযরত মুসলেহ মওউদ (সা.)'**-এর পরিবর্তে **'হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)'** হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir